ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

এম এ আকমল হোসেন আজাদ
সিনিয়র সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃষিজ ভিত্তিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার নিমিত্ত ত্রৈমাসিক 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বার্তা' নতুন কলেবরে 'আমিষ বার্তা' নামে প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সময়োপযোগী। যেকোনো দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ-সবল ও মেধা সম্পন্ন জাতিসত্তা গঠন। সুস্থ-সবল ও মেধা সম্পন্ন জাতিসত্তা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ। নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন সরবরাহে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রশংসনীয়।

মৎস্যখাতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে ২য় (SOFIA 2024), তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া আহরণে ৮ম জেনে আমি আনন্দিত। দেশের ১৪ লক্ষ নারীসহ প্রায় ২ কোটি অর্থাৎ ১২ শতাংশ লোক মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করে।

প্রাণিজ প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া এবং কবুতরসহ নানা জাতীয় পাখি, দুধ, ডিম, পনির, ছানা ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন দ্রব্য। প্রাগৈতিহাসিকযুগ থেকে বিকাশমান কম্পিউটার যুগেও আমিষ বা প্রোটিনের অবদানকে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। মেধার বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা, দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসহ সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কৃষি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। এ অবদানের অন্যতম অংশীদার হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দুধ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মীদের নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য 'ত্রৈমাসিক আমিষ বার্তা' প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা করি এ ধরনের ত্রৈমাসিক বার্তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

আমি এ ত্রৈমাসিক বার্তা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানাই এবং এর বহুল প্রচার কামনা করি।

এম এ আকমল হোসেন আজাদ

ত্রৈমাসিক
আমিষ বার্তা
* ১ম বর্ষ
* ১ম সংখ্যা
* কার্তিক-পৌষ ১৪৩১
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
উম্মে হাবিবা
উপপরিচালক

সম্পাদক
ডা. মো. এনামুল কবীর
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)

সহযোগী সম্পাদক
মাহবুবা খানম
তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)

সার্বিক সহযোগিতায়
মো. সামছুল আলম
গণযোগাযোগ কর্মকর্তা

প্রচ্ছদ
নুসরাত মমতাহিনা
সহকারী চিত্রশিল্পী

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও সম্পাদনা শাখা
০২-৫৫০১২৮০৭
০২-৫৫০১২৮০৫
০২-৫৫০১২৮১০

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২৩-২৪, বিএকেডিসি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

ই-মেইল
flidmofl@gmail.com, iol@flid.gov.bd

ওয়েবসাইট
www.flid.gov.bd

সম্পাদকীয়

এ বছরের জুলাই-আগস্টে ঘটে যাওয়া ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, অবিস্মরণীয় ও যুগান্তকারী ঘটনা। স্বৈরাচারী আর স্বেচ্ছাচারী শাসনের ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট ও নিষ্পেষণের মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের দাবিতে রাজপথ দখল করে। ছাত্ররা বুকের তাজা রক্ত উপহার দিয়ে রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তিকে প্রতিরোধ করে। আবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সমগ্র জনগণকে গণবিদ্রোহে শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করে। ছাত্রদের ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সে সময় এ আন্দোলন আর কোটা সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ আন্দোলন গড়ে ওঠে স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের চলমান দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, বিদেশে অর্থপাচার, মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ এবং সর্বোপরি মানুষের নিত্যপণ্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিকে কেন্দ্র করে। ছাত্র-জনতার এ অভ্যুত্থানে ছাত্র, নারী, শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীসহ সর্বস্তরের জনতার এক বিপ্লবী শক্তি আগ্নেয়গিরির লাভার মতো বাংলাদেশের সমস্ত ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটায় বাংলাদেশ আবার নতুনভাবে দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়।

নতুন স্বাধীন এ বাংলাদেশের হাল ধরেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ও অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর সাথে যোগ দেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য উপদেষ্টাগণ। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে আকাঙ্ক্ষা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে, সে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। যেখানে সকল মানুষ সমানভাবে রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা ও ন্যায় বিচার পাবে। যেখানে কৃষক, খামারি, চাষি ও শ্রমিক তাঁদের ন্যায্য মূল্য পাবে। যেখানে সকল মানুষ সুলভমূল্যে সহজে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য গ্রহণ করে সুস্থ-সবল মেধাবী জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। যেখানে জনসাধারণ স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ পাবে। সর্বোপরি নতুন এক সোনালি সময়ের প্রত্যাশায় দেশের আপামর জনসাধারণ বুক বেঁধেছে। আগেও অনেকবার আশায় বুক বাঁধলেও বারবার আশাহত হতে হয়েছে এদেশের সাধারণ মানুষকে। এবার আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তরুণ প্রজন্মের এই গৌরবময় বিজয় কোনোভাবেই ব্যর্থ হবে না।

তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ও ছাত্র-জনতার জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হওয়া নতুন এ বাংলাদেশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া 'ত্রৈমাসিক আমিষ বার্তা' দেশকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে।

খাদ্য হিসাবে মাছ গ্রহণের উপকারিতা

মাছ বাংলাদেশের মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য এবং প্রাণীজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস। সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ২৫ হাজার প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের স্বাদু পানিতে ২৬০ প্রজাতির এবং লোনা পানিতে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। নদী-নালার আধিক্য থাকায় প্রাকৃতিকভাবে এদেশে বিপুল পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়।

উপকারিতা:

- মাছে প্রোটিন, ভিটামিন 'এ', 'ডি' এবং ভিটামিন বি১২ পাওয়া যায়। এছাড়াও মাছে চর্বি, খনিজ পদার্থ যেমন: আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস পাওয়া যায়।
- নিয়মিত মাছ খেলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, চোখের অসুখ, হাত-পা ব্যথা, শরীরের দুর্বলতা ইত্যাদি রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।
- মাছের তেলে থাকা ডকো হেক্সোনিক অ্যাসিড (DHA) বা ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এলকোসা পেন্টানোয়িক অ্যাসিড (EPA) মেধার বিকাশ ঘটায়; স্মৃতিশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। মাছ রক্তে গ্লুকোজের অভাব দূর করে।
- মাছের ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদযন্ত্রের ধমনীগুলোকে নমনীয় করে রাখতে সাহায্য করে এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়।
- নিয়মিত মাছ খেলে বাতের ব্যথা কমে।
- বায়ুশ্বাসী বা জিয়ল মাছ যেমন: শিং, মাগুর ইত্যাদি মাছে যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন ও তামা (কপার) থাকায় এটি রক্তে হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণ করে রক্ত বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। রক্তহীনতায় ভোগা মানুষদের শিং ও মাগুর মাছ খেতে হয়।
- মাছ ঘা শুকাতে সাহায্য করে। যে কোনো মাছে অতি প্রয়োজনীয় ডিএইচএ (DHA) এবং ইপিএ (EPA) থাকে। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য উপযুক্ত ডিএইচএ এবং ইপিএ সেবন করা অতি উপকারী। নিয়মিত মাছ খেলে মস্তিষ্কে ডিএইচ-এর পরিমাণ বাড়ে এবং স্মৃতিশক্তি অক্ষুন্ন থাকে।
- সামুদ্রিক মাছে যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন থাকে, তাই এই মাছ খেলে মানুষের গলগণ্ড রোগ হয় না। পাশাপাশি নির্দিষ্ট পরিমাণে মাছ খেলে রাতকানা রোগ, শারীরিক দুর্বলতা, ক্ষুধামন্দা, সর্দি, কাশি, কফ, হাঁপানী, যক্ষা ইত্যাদি রোগে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং রোগ আরোগ্য হয়।

কাঁটাসহ ছোট মাছ: কাঁটাসহ ছোট মাছ ক্যালসিয়ামের এক অনন্য উপাদান। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলেন, মলা, ঢেলা, চান্দা, ছোট পুঁটি, ছোট চিংড়ি, কেচকি ইত্যাদি জাতীয় মাছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, প্রোটিন ও ভিটামিন 'এ' বিদ্যমান। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের পরামর্শ হলো ছোট মাছ কাঁটাসহ চিবিয়ে খেতে হবে। তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে। কাজেই ছোট মাছ নিয়মিত খাদ্য তালিকায় রাখা উচিত। কারণ এর ক্যালসিয়াম শিশুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০১২৮০৫ , ৫৫০১২৮০৬ , ৫৫০১২৮০৭
ই-মেইল: fldmofl@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.flid.gov.bd

নিজস্ব পোর্টাল: https://motshoprani.org/
ফেসবুক: www.facebook.com/flid20
অ্যাপের নাম: মৎস্য ও প্রাণী তথ্য ভান্ডার
ইউটিউব: https://www.youtube.com/@flidbangladesh69

প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ফরিদা আখতার
উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্ত দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ত্রৈমাসিক আমিষ বার্তা' প্রকাশ করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সহজলভ্য ও নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সুস্থ, উদ্যমী ও মেধাবী নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাত দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মন্ত্রণালয় ও এর সকল দপ্তর-সংস্থা নিরলসভাবে এ খাত দু'টির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্যখাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে দেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শুধু মৎস্য সম্পদ উৎপাদনই নয়, এর পাশাপাশি দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও মৎস্যখাত অবদান রাখছে। বর্তমানে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লাখ নারীসহ ১ কোটি ৯৫ লাখ বা ১২ শতাংশে মানুষ মৎস্যখাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। শুধু তাই নয়, দেশের জিডিপিতেও মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, জিডিপিতে মৎস্যখাতের অবদান ২.৫৩%, কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্যখাতের অবদান ২২.২৬% এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ২.৮১%। অন্যদিকে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন। যা একক প্রজাতি হিসাবে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২%। বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। জিডিপিতে ইলিশের অবদান শতকরা ১% এর বেশি। বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটিয়ে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পৃথিবীর ৫২টি'র অধিক দেশে রপ্তানি করছে। মৎস্যখাত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও নানা রেকর্ড অর্জন করেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ এ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার-২০২৪ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মিঠা পানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ চীনকে টপকে বিশ্বে ২য় অবস্থানে উঠে এসেছে। তাছাড়া দেশের অর্জিত ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকায় সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান সৃজন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। বিশেষ করে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৯২.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৪৩.৭৭ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ২,৩৭৪.৯৭ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৫.০৯ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদখাতের অবদান ১.৮০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৮২,০১৪ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদখাতের অবদান ১৬.৩৩%। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদখাতের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। ঈদুল-আযহা/২০২৪ উদ্‌যাপনে প্রস্তুতির অংশ হিসাবে দেশে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু প্রস্তুত ছিল ১.২৯ কোটি এবং ১.০৪ কোটি গবাদিপশু কোরবানি হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি, আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন উৎপাদনমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের প্রাণিজ প্রোটিনের উৎপাদন বর্তমানে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের 'ত্রৈমাসিক আমিষ বার্তা' মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে গৃহীত সর্বশেষ প্রযুক্তি, উৎপাদন কৌশল এবং বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের তথ্য সরবরাহ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি উদ্যমী, স্বাস্থ্যবান, প্রাণবন্ত ও চিন্তাশীল জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফরিদা আখতার

সূচিপত্র

- প্রশিক্ষিত হয়ে ক্যাডেটরা হতে চলেছে গভীর সমুদ্রের অকুতোভয় কাণ্ডারী: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা — ০৫
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সিনিয়র সচিব এর যোগদান — ০৬
- মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ৮২টি নতুন পদ সৃজন — ০৬
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১০০ দিন — ০৭-০৮
- আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা — ০৯
- বিথী সুলতানার খামারে প্রতিদিন ২০০ লিটার দুধ উৎপন্ন হয় — ১০
- বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বলে কোন শব্দ থাকতে পারেনা: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা — ১১
- 'রেডি টু কুক ফিশ' কর্মজীবী নারীদের জীবনযাত্রা সহজ করবে — ১২
- মৎস্য অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুর রউফ — ১২
- উৎপাদন বৃদ্ধি করে রমজানে মাছ মাংসের চাহিদার বিপরীতে উদ্বৃত্ত খাদ্য অন্য বিভাগে পাঠাতে হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা — ১৩
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নতুন উপপরিচালক উম্মে হাবিবা — ১৩
- মাছের উৎপাদন বাড়বে এআই-এর ব্যবহারে — ১৪
- কীভাবে চিনবেন কোনটি বিষমুক্ত শুঁটকি — ১৫
- দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ খাত — ১৬-১৭
- ২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্ক নির্মূল করতে হলে আমাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে — ১৮
- চার মাসে চিংড়ি রপ্তানি বেড়েছে ২৪ শতাংশ — ১৯
- কৃত্রিম খাদ্যে পুকুরে কোরাল মাছের চাষ — ২০
- এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হচ্ছে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা — ২১
- মৎস্যচাষে নতুন প্রযুক্তি — ২২
- ঈশিতার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প — ২৩
- World Fish Organization — ২৪
- World Organisation for Animal Health — ২৪
- গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ — ২৫
- বিএলআরআই এর নতুন মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক — ২৬
- সুজানগরে শুঁটকি মাছ উৎপাদনের ধুম — ২৬
- দুধের ঘাটতি পূরণে আমদানি নির্ভরতা বদলাতে চাই: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা — ২৭
- ডিমকে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য হিসেবে ঘোষণা করতে হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা — ২৮
- খাদ্য হিসাবে মাছ গ্রহণের উপকারিতা বিষয়ে র‍্যালি অনুষ্ঠিত — ২৯
- একসঙ্গে হাঁস ও মুরগি পালনের সুবিধা — ২৯
- প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে দেশ আর গরীব থাকবে না: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা — ৩০
- বিএলআরআই হলো দেশীয় প্রজাতিসমূহের একটি জিন ব্যাংক: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা — ৩১
- গ্রেড-১ এ পদোন্নতি পেলেন ডিএলএসের মহাপরিচালক — ৩২
- রঙিন মাছের খামার করে চমকে দিলেন সাইফুল — ৩২

প্রশিক্ষিত হয়ে ক্যাডেটরা হতে চলেছে গভীর সমুদ্রের অকুতোভয় কাণ্ডারী: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি হতে প্রশিক্ষিত হয়ে ক্যাডেটরা হতে চলেছে গভীর সমুদ্রের অকুতোভয় কাণ্ডারী। কঠোর অধ্যবসায় এবং প্রগাঢ় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত এই জ্ঞান ক্যাডেটদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪, মঙ্গলবার সকালে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রামের ৪৩তম ব্যাচের ক্যাডেটদের পাসিং আউট প্যারেড-২০২৪ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেছেন। উপদেষ্টা বলেন, কর্মজীবনে উন্নতির প্রধান ভিত্তি হলো কঠোর পরিশ্রম, সময়ানুবর্তিতা, সততা, কর্মদক্ষতা, মূল্যবোধ এবং দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা। এই বোধগুলো আয়ত্ত্ব করে ক্যাডেটরা ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, দেশের জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, জনবল ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদির উন্নয়নের মাধ্যমে এ একাডেমিকে যুগোপযোগী মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। উপদেষ্টা আরো বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের আধার বঙ্গোপসাগর প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের জনগণের আমিষের চাহিদা মিটাতে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ যোগান দিয়ে যাচ্ছে। এই বঙ্গোপসাগর হতে মৎস্য সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণসহ এর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ রোধে ক্যাডেটদের সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। এছাড়া, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বাণিজ্যিক জাহাজে ক্যাডেটরা যোগদান করে আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে এবং একই সাথে জাতীয় সুনীল অর্থনীতির লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করবে। এর আগে এ বছর একাডেমির ৪৩তম ব্যাচে সর্বমোট ১০৬ জন (১২ জন মহিলা) ক্যাডেট পাসড আউট হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার সাফল্যের স্বীকৃতি পুরস্কার হিসেবে ক্যাডেটদের মধ্যে পদক বিতরণ করেন। এ বছর ৪৩তম ব্যাচের ক্যাডেটদের মধ্যে সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী ক্যাডেট হিসেবে মেরিন ফিশারিজ বিভাগের ক্যাডেট মোহাম্মদ আহসান উল আনোয়ার 'বেস্ট অল রাউন্ডার গোল্ড মেডেল' প্রাপ্ত হয়। তিন বিভাগের সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী ক্যাডেট হিসেবে নটিক্যাল সায়েন্স বিভাগ হতে ক্যাডেট মো. রায়হান হোসেন মজুমদার, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ হতে ক্যাডেট মো. জোবায়ের আব্দুল্লাহ্ এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগ হতে ক্যাডেট মোহাম্মদ আহসান উল আনোয়ার 'বেস্ট ইন প্রফেশনাল ট্রেনিং সিলভার মেডেল' পদক প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও মহিলা ক্যাডেটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা ক্যাডেট হিসেবে নটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের ক্যাডেট শারমিন সুলতানা 'বেস্ট ফিমেইল ইন প্রফেশনাল ট্রেনিং সিলভার মেডেল' পদক প্রাপ্ত হয়। মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), বিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন এর সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এম এ আকমল হোসেন আজাদ, অতিরিক্ত সচিব আয়েনা বেগম, অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা নওয়ারা জাহান, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন, বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) সুরাইয়া আখতার জাহান, মৎস্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. জিল্লুর রহমান, মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কমোডর মো. মনির উদ্দিন মল্লিক, বিএন, মেরিন একাডেমির কমান্ডেন্ট ক্যাপ্টেন মো. ইবনে কায়সার তৈমুর, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন আতাউর রহমান, ক্যাডেটদের অভিভাবকবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিপিং এজেন্সির প্রতিনিধিবৃন্দ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সিনিয়র সচিব-এর যোগদান

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব পদে যোগদান করেছেন জনাব এম এ আকমল হোসেন আজাদ। গত ২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে তিনি এ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। তিনি ২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখ থেকে সিনিয়র সচিব হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮২ ব্যাচের এ কর্মকর্তা মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কাজ করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এম এ আকমল হোসেন আজাদ ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এলএলবি অনার্স ও এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় হতে সামাজিক নীতি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার উপর পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। তাছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ম্যানেজিং অ্যাট দ্য টপ-২ প্রোগ্রাম-এর আওতায় সিঙ্গাপুর সিভিল সার্ভিস কলেজ হতে 'জনপ্রশাসন' বিষয়ে এবং কানাডার ল'কমিশন হতে 'লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং' বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। 'কলম্বো প্ল্যান' স্কলারশিপের আওতায় ভারতের নয়াদিল্লি এবং ব্যাঙ্গালোর হতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণে আন্তর্জাতিক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, তথা চাহিদা ব্যবস্থাপনা, তদারকি, মূল্যায়ন ও তথ্য সৃজন কৌশল-এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণান্তে শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকের কৃতিত্ব অর্জন করেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ভারত, চীন, ফিলিপাইন, হংকং, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করেছেন। তাঁর সহধর্মিনী সুলতানা মুনীরা জাহান ঢাকার একটি কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান ডা. অরণি মুসতাবীন আজাদ অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসলে চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত আছেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ৮২টি নতুন পদ সৃজন

মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে গত ২৪ নভেম্বর ২০২৪, রবিবার বিকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির দ্বিতীয় সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরে ৮২টি অফিস সহায়কের পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধ জনমুখী এবং ছাত্র-জনতার অভিপ্রায়কে প্রাধান্য দিয়ে গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই পদগুলো সৃজন করা হয়েছে। নবসৃষ্ট এইসব পদসমূহের মধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগের জন্য ১টি, প্রতি জেলার জন্য একটি করে ৬৪টি পদ, ৪টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের জন্য ৪টি, ১১টি উপজেলার জন্য ১১টি এবং দুইটি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের জন্য দু'টি পদ রয়েছে। নবসৃষ্ট এসব পদ পূরণ হলে মৎস্যচাষি পর্যায়ে সেবা সম্প্রসারণ আরও ত্বরান্বিত হবে।

'অল্প ব্যয়ে অধিক আয়, মাছ চাষে পাওয়া যায়'

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১০০ দিন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, জনগণের জন্য প্রাণিজ আমিষ (মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম) সরবরাহের কাজে জড়িত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। পুষ্টির চাহিদা মেটানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিভিন্ন বয়সের নারী, পুরুষ এবং বিশেষ করে শিশুদের জন্য পুষ্টির যোগান দিতে পারা এই মন্ত্রণালয়ের কাজের সাফল্য বা ব্যর্থতা প্রমাণ করে। কাজেই এই মন্ত্রণালয়কে সবসময় সতর্ক থাকতে হয় এর উৎপাদন ও সরবরাহ ঠিক আছে কিনা। জনগণের দৈনন্দিন জীবনের খাদ্যের চাহিদা মেটানো আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তার পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষা করার কাজও করতে হয়। বিগত ১০০ দিনে দুটি অধিদপ্তরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাজকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রশাসনিক সংস্কারের কাজ যেমন: বদলি, বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার কর্মকর্তাদের পদায়ন, পদোন্নতির কাজ করা হয়েছে। এই কাজ এখনো চলমান আছে। এসব পরিবর্তন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন উপদেষ্টা। গত ২৭ নভেম্বর ২০২৪, বুধবার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১০০ দিনে কাজের অগ্রগতি উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, আগস্ট/২০২৪ মাসের বন্যায় কৃষির পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ১৩টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ১৬৬টি পুকুর, দিঘি ও খামারের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে ১,০৭,৫১৭ মেট্রিক টন মাছ ও চিংড়ি, পোনা নষ্ট হয়েছে ৪৪ কোটি। মৎস্যখাতে মোট ক্ষতি ১,৮৯৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে গবাদিপশু (গরু ২.৬০ লক্ষ, মহিষ ৮ হাজার, ছাগল ৯৩ হাজার, ভেড়া ১০ হাজার, মুরগি ৩৪.২১ লক্ষ, হাঁস ৪.৬০ লক্ষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মারা গেছে ৩৯ হাজার গরু, ১৬ হাজার ছাগল, মুরগি ২১ লক্ষ, হাঁস ২ লক্ষ)। প্রায় ৭ লক্ষ ৮২ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ টাকার অংকে ৪২৮ কোটি টাকা। তিনি আরও বলেন, বন্যা উপদ্রুত এলাকায় জরুরিভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২২০ মেট্রিক টন দানাদার পশুখাদ্য, ৭৫ মেট্রিক টন খড় ও ৩৫৭ মেট্রিক টন সাইলেজ ও ৬০ হাজার উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া FAO কর্তৃক প্রায় ১২ হাজার খামারিকে ১.৫ মাসের পশুখাদ্য প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জরুরি ঔষধ সরবরাহ ও টিকা প্রদানসহ প্রায় ২ লক্ষ ৬৮ হাজার গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, ১ লক্ষ ২৩ হাজার গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে উপদ্রুত এলাকায় পশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, এফএও এর মাধ্যমে ৮ হাজার ২৩৩ জন প্রান্তিক খামারিকে ৭৫ কেজি করে গো-খাদ্য বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তাছাড়া ইআরডি এর নির্দেশনায় পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য খামারিদের সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার থেকে স্বল্প মূল্যে পোনা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষিদের মাঝে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রমের আওতায় ১২টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় ৮,৪৮৮ জন সুফলভোগী মৎস্যচাষি পুকুরে ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫১ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ছোট বড় মৎস্য খামারিদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য কৃষি ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক এবং এনজিওদের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিদ্যমান ঋণের কিস্তি এক বছরের জন্যে স্থগিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত খামারে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং খামারিদের বকেয়া বিলের জন্য সংযোগ যেন বিচ্ছিন্ন না করা হয় এজন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে সুপারিশ করা হয়। উপদেষ্টা বলেন, মৎস্য খাত জিডিপিতে ২.৪৩% এবং কৃষি জিডিপিতে ২২% অবদান রাখে। রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক আয়ের ১% অর্জন করছে। নদী, বিল, হাওরসহ শত শত জলাশয়ের পাশাপাশি সামুদ্রিক মাছ আহরণের সাথে জড়িয়ে আছে কয়েক লাখ মানুষ। মাছের উৎপাদন/আহরণ বাড়ানোর পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার কাজ করা হয়েছে। মৎস্যখাতের কাজের মধ্যে ইলিশ আহরণ সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে। 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৪' এর আওতায় মোট ২ হাজার ১৬৫টি মোবাইল কোর্ট ও ৯ হাজার ৮০২টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সকল মোবাইল কোর্ট ও অভিযানের মাধ্যমে ৫৪.৮৪ মেট্রিক টন

আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

আজকের শিক্ষার্থীদের আগামীতে রাষ্ট্র পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে শিক্ষার্থীরাই আমাদের নতুন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে। রক্ত দিয়ে যারা নতুন স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে সেই স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের কাজ করতে হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন (পিএসই) প্রকল্প আওতাভুক্ত বিজ্ঞান উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, খুদে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান স্টলে যেভাবে যুদ্ধ বিমান, কৃষি, মৎস্য, বিদ্যুৎ, এমনকি সৌর বিদ্যুতের আধুনিক প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয় যেভাবে উপস্থাপন করছে এ বিজ্ঞানীরাই একসময় বড় বিজ্ঞানীরূপে নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিবে। শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানী হওয়ার বাসনা থাকতে হবে। উপদেষ্টা প্রতিটি জেলাতে এধরনের বিজ্ঞান উৎসব করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। উপদেষ্টা আরও বলেন, ইতোপূর্বে শিক্ষাতে দুর্নীতি ও রাজনীতি মিশে যাওয়ার ফলে প্রকৃত শিক্ষা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে অত্যন্ত আন্তরিক। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, এ সরকারের প্রয়োজনীয় সময়টাকে কেউ যদি বিলম্ব মনে করে সেটা অন্য বিষয়। প্রয়োজনের চেয়ে একদিনও বেশি থাকতে চাই না। সেটা সময় নির্ধারণ করবে। ডিসেম্বর মাস পার হতে দিন। কারণ অনেকগুলো সংস্কারের রিপোর্ট আসবে। তার প্রেক্ষিতে পরবর্তী ধাপ বুঝা যাবে। যে সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে এর প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ধাপ বুঝা যাবে। ফরিদা আখতার বলেন, জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে যে নতুন বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে এটা যেন পূর্বের অবস্থায় ফিরে না যায়। পূর্বের যে অনাচার ছিল, অত্যাচার ছিল ও দুর্নীতি ছিল সেগুলো যেন কিছুটা হলেও আমরা ঠিক করে যেতে পারি। আমরা নিশ্চিত পুরোটা ঠিক করতে পারবো না কিন্তু সঠিকভাবে নির্বাচিত একটা সরকার আসতে পারে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার মতো তাহলে অবশ্যই হবে। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন এ সরকার ছাত্রজনতার রক্তের ওপর দিয়ে গঠিত। এটা নিয়ে আমরা হেলাফেলা করতে পারি না। আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে। যে দায়িত্বগুলো একটা নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে হস্তান্তর করলে ভাল সরকার গঠিত হতে পারে। নিজেদের ইচ্ছেমতো কিছু করছি না। এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এআরডি)র প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান রেজভীর সভাপতিত্বে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দিদারুল আলম, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাবেদুর রহমান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. তৌফিকুল ইসলাম। এতে শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন এআরডির নির্বাহী পরিচালক ইয়াসমিন জাহান, মুখ্য আলোচক হিসাবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। এর আগে উপদেষ্টা জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান স্টল পরিদর্শন করেন। এছাড়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আয়োজিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ (পোল্ট্রি, ডেইরি ও গবাদিপশু) প্রান্তিক খামারিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, ভারতের বিষাক্ত পানি তিতাস নদীর পানিকে দূষিত করছে। এ বিষয়ে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। খামারিরা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অত্যাধিক বিদ্যুৎ বিলের কথা বললে উপদেষ্টা বলেন কৃষির মত ভর্তুকি মূল্যে বিদ্যুৎ বিল দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। বক্তারা বলেন,

নদী-বিলগুলো রাজস্বভিত্তিক ইজারা না দিয়ে উৎপাদনভিত্তিক ইজারা দেয়া হলে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উপদেষ্টা বলেন, নদী-বিলগুলো যেন মৎস্যজীবীরা ইজারা পেতে পারে সেজন্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। জলাশয়গুলো যেহেতু ভূমি মন্ত্রণালয়ের তাই এ বিষয়ে ভূমি উপদেষ্টার সাথে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দিদারুল আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপপরিচালক মো. আনোয়ার হোসেন, চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. মো. আতিয়ার রহমানসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের প্রান্তিক খামারিরা।

বিথী সুলতানার খামারে প্রতিদিন ২০০ লিটার দুধ উৎপন্ন হয়

গত ৬ নভেম্বর ২০২৪, বুধবার দুপুর আড়াইটায় টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার আলমনগর ইউনিয়নের আলমনগর ডেইরি পিজির সদস্য বিথী সুলতানার ডেইরি খামার পরিদর্শন করেন টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান। জানা যায়, বর্তমানে এ খামারটিতে মোট ২৭টি গরু রয়েছে। তন্মধ্যে গাভি ২২টি, ষাঁড় ১টি, বকনা ২টি, বাছুর ২টি। বিথী সুলতানা জানান, তার খামারে প্রতিদিন ২০০ লিটার দুধ উৎপন্ন হয়। তিনি সংশ্লিষ্ট বাজারে এবং এলাকায় লিটারে ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকা হারে দুধ বিক্রি করে থাকেন। তিনি ১ একর জমিতে বিভিন্ন জাতের ঘাস চাষ করেন। তার নিজস্ব বায়োগ্যাস প্লান্ট রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আশা করছেন কোন সহায়তা পেলে তার খামারকে আরো বড় করবেন এবং নিজের পাশাপাশি এলাকায় গ্যাসের যোগান দিবেন। সেই সাথে গ্যাস জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তার খামার পরিচালনার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি করোনার সময় দুগ্ধ পণ্য যেমন: ঘি, দই নিজস্ব ভাবে তৈরি করে বিক্রি করতেন এবং এখনো তিনি এই দুগ্ধ পণ্য গুলো ঘাটাইল সেনাবাহিনী ক্যাম্প এলাকায় এবং বাজারে বিক্রি করেন। LDDP প্রকল্পের অধীনে মিল্ক প্রসেসিং এর কোনো সুবিধা পেলে তিনি আরো অধিক দুগ্ধ পণ্য উৎপন্ন করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। খামারটি পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক (কৃত্রিম প্রজনন) ডা. মো. নুরুল ইসলাম, ভেটেরিনারি অফিসার ডা. রৌশনী আক্তার, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার ডা. মো. শহীদুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. মোহাম্মদ সোহেল রানা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. মোহাম্মদ গোলাম মোর্শেদ, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ অফিসার ডা. জাহিদ তালুকদারসহ এ দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বলে কোন শব্দ থাকতে পারেনা: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বলে কোন শব্দ থাকতে পারেনা। বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান পার্থক্য করা আমাদের কাজ নয়। সবাই এদেশের নাগরিক। রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে হীড বাংলাদেশের (HEED Bangladesh) ৫০ বছর পূর্তিতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, হীড বাংলাদেশ এমন সময় ৫০ বছর পূর্তি করছে যখন ছাত্র-শ্রমিক-জনতার আন্দোলনের ফলে নতুন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। হীড বাংলাদেশ যে শিশুদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে আগামীতে এই শিক্ষার্থীরাই হীড বাংলাদেশকে শতবর্ষ বাঁচিয়ে রাখবে। তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মে মানুষকে "আশরাফুল মাখলুকাত" সৃষ্টির সেরা জীব ঘোষণা করেছে। এই মানুষরা একসময় মানুষের ক্ষতি করে আবার উপকারও করে থাকে। কাজেই আমরা যদি আশরাফুল মাখলুকাত হতে চাই তাহলে সেবা করাই একমাত্র কাজ হতে পারে। উপদেষ্টা আরো বলেন, নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন হীড বাংলাদেশকে চিনতাম-তাদের অনেক মানবিক কাজের মধ্যে কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা অন্যতম মানবিক কাজ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল। সেসময় অনেক মানুষই কুষ্ঠ রোগীদের নিকট পর্যন্ত যায়নি কিন্তু হীড বাংলাদেশ তাদের সেবা করেছে। তিনি বলেন, বেগম রোকেয়া নারী মুক্তির জন্য অনেক কিছু করেছেন আজকের হীড বাংলাদেশ সেই ধারাবাহিকতায় কাজ করে যাচ্ছে। দরিদ্রতা শুধু আর্থিক কারণে হয়না, আমাদের মানসিক, শিক্ষার কারণসহ অনেক কিছু দায়ী। হীড বাংলাদেশ নারীদের যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ধরণের সুবিধার জন্য যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা প্রশংসার যোগ্য। রেভারেন্ড বাবরন পি.বণিক এর সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এম এ আকমল হোসেন আজাদ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান, পিকেএসএফের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের, আর্চবিশপ বিজয় এন.ডি ক্রুজ, ওএমআই, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও, সিএসসি, হীড বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেনসহ হীড বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন। এর আগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে হীড বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তিতে শুভ উদ্বোধন করেন এবং পরে কেক কাটেন।

ইলিশ জব্দ, ৬১১.৬৩৮ লক্ষ মিটার জাল আটক, ৩ হাজার ২৫টি মামলা দায়ের, ৭৫.২৭৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় এবং ২ হাজার ৯ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, অভিযান চলাকালীন জেলেদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য এবছর মোট ১৪,১৬৪.১২৫ টন চাল ৫,৬৬,৫৬৫টি জেলে পরিবারের মাঝে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ১৩,৯৬২.১ টন চাল ৫,৫৬,৫৬০টি জেলে পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে (বিতরণের হার ৯৯%)। আগামীতে ৪০ কেজি মাসিক ভিজিএফ এর পরিবর্তে ৫০ কেজি এবং ২৫ কেজি এর পরিবর্তে ৪০ কেজি চাল বরাদ্দ দেয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং সকল জেলে যাতে সরকারের সুবিধা পেতে পারে তার জন্য জেলেদের তালিকা হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এবারের মা ইলিশ রক্ষার অভিযান সফল হয়েছে এবং ইলিশের ডিম ফুটার হার ছিল গড়ে ৫৪%, কোথাও ৭০% এরও বেশি হয়েছে। ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর আওতায় বিগত তিন (আগস্ট-অক্টোবর/২০২৪) মাসে ১,৪২৪টি ইলিশ আহরণকারী জেলে পরিবারের মাঝে ১,৪২৪টি বিকল্প আয়ের উপকরণ (এআইজি) বিতরণ এবং ১,৮২৫ জন সুফলভোগী ইলিশ জেলেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ইলিশ রক্ষার জন্য অবৈধ জাল আটক এবং কারখানায় অভিযান চালানো হয়েছে। মুন্সিগঞ্জে কারখানায় অভিযান চালিয়ে ২৪.৯০ লক্ষ মিটার এবং ৬,৬০০ পিস রেইল আটক করা হয়েছে। এই অভিযান অব্যাহত আছে এবং কারখানাগুলো বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। ইলিশ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে গত ১০ বছর ধরে। তবুও দুর্গাপূজার সময় ৩,৯৫০ মেট্রিক টন রপ্তানির অনুমতি দেয়া হলেও ভারতে গেছে মাত্র ৬৬৫ মেট্রিক টন। উপদেষ্টা বলেন, দেশীয় মাছের অন্যতম প্রধান উৎস হাওর। মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সিলেটের ৭টি জেলার হাওর অঞ্চলের মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকল মৎস্যজীবী ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে মতবিনিময় করা হয়। হাওর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ বিশেষত দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ, টেকসই আহরণ ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। মৎস্যসম্পদ রক্ষায় হাওর ম্যানেজমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এতে প্রচলিত রাজস্ব আহরণভিত্তিক হাওর ব্যবস্থাপনা থেকে বের হয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক জৈব ব্যবস্থাপনা ও কো-ম্যানেজমেন্টকে গুরুত্ব দেয়া হবে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় BS-1 স্যাটেলাইট ব্যতিত সামুদ্রিক ৩৫টি বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারে Vessel monitoring এর জন্য V-SAT Marine Transmission Unit (MTU) সংযুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। উপদেষ্টা আরও বলেন, প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে দেশীয় মাছ। জলবায়ুর পরিবর্তন, অতিআহরণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এসব দেশীয় মাছ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। দেশীয় মাছকে সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করে ইতোমধ্যে ৪০ প্রজাতির দেশীয় মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। দেশীয় ঘাউরা, শাল বাইম, পোয়া, গোতালি, বটিয়া লোহাচাটা, ঢেপরা ও বোল মাছকে সুরক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট হতে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশে প্রথমবারের মত গোতালি মাছের কৃত্রিম প্রজননে ইনস্টিটিউট প্রাথমিক সফলতা অর্জন করেছে। কৃষি ব্যাংকের মতো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এনবিআরকে অগ্রিম আয়কর কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মতামতের ভিত্তিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২০২৪ সালের মুরগি (সোনালী ও ব্রয়লার) ও ডিমের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করেছে। একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চা সংক্রান্ত প্রণীত কৌশলপত্র অনুযায়ী উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিক্রয় মূল্য ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিএবি) কে যথাযথভাবে প্রতিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে তদারকি করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে খামারিদের বিদ্যুৎ বিলে কৃষির ন্যায় ২০% ভর্তুকি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ খামারিদের সাথে প্রান্তিক খামারিদের হাঁস-মুরগি পালন ও লভ্যাংশের প্রতিযোগিতার পার্থক্যকে কিভাবে কমিয়ে আনা যায় তার একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে খামারিদের সম্পৃক্ত করে ফিডের মূল্য, একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চার যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উপদেষ্টা আরও বলেন, আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বন্যার প্রভাবে ডিমের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। একই সাথে কৃষি ফসলও নষ্ট হবার কারণে বাজারে সবজির সরবরাহ কম ছিল। ফলে ডিমের চাহিদাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ছিল। তাই ডিমের দাম নিয়ে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়। একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে মুনাফা লাভের জন্য ডিমের সরবরাহে হস্তক্ষেপ করে। এ বিষয়ে ভোক্তা অধিকার যথেষ্ট অভিযান চালিয়েছে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে টিসিবি এবং ট্রাকে করে ন্যায্য মূল্যে ডিম বিক্রির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর খামারি পর্যায় থেকে সরাসরি বাজারে ডিম আনার ব্যবস্থা করছে। বর্তমানে খামারি পর্যায়ে ১৩৩-১৩৪ টাকা, কর্পোরেট পর্যায়ে ১২৭ টাকা, পাইকারি পর্যায়ে ১৩২ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে ডিমের মূল্য ১৪০-১৪২ টাকা ডজন। এই দাম আরো কমতে পারে যদি উৎপাদন খরচ বিশেষ করে ফিড, একদিনের বাচ্চা এবং বিদ্যুতের দাম কমানো যায়। কৃষি বিপণনের মাধ্যমে ভর্তুকির মাধ্যমে সীমিতভাবে ঢাকা শহরে ১১০ টাকা ডজন হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে। ডিম আমদানির যে ঘোষণা এসেছে তা নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ এতে খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন অনুযায়ী বার্ড-ফ্লু মুক্ত জোনিং বা compartmentalization সাপেক্ষে রপ্তানীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দিতে হবে, এটা ঠিক মতো করা না হলে আমাদের পোল্টি শিল্প ঝুঁকিতে পড়তে পারে। আমদানিকৃত ডিমের সাথে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে এবং পোল্ট্রি শিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। উপদেষ্টা বলেন, অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে LDDP এ বিশ্বব্যাংকের ঋণের টাকা ১,২৫৩ কোটি টাকা (১০০ মিলিয়ন ডলার) ফেরত দেয়া হয়েছে। এই অর্থ আমাদের দেশেই থাকবে, ইআরডির মাধ্যমে অন্য প্রয়োজনীয় খাতে ব্যবহার করা যাবে। One Health Concept এর উপর ভিত্তি করে ১টি প্রাক খসড়া প্রকল্প প্রস্তাব (PDPP) এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) এর বিষয়ে আর একটি প্রাক খসড়া প্রকল্প প্রস্তাব (PDPP) ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ভেটেরিনারি সাইন্স ও এনিমেল হাজবেন্ড্রি ডিসিপ্লিনের ডিগ্রিধারী গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বিরাজমান অসন্তোষ দূরীকরণের জন্য একাধিক সভা করা হয়। উভয় ডিগ্রিধারী কর্মকর্তাদের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে অধিদপ্তরের দুটি পেশাগত ধারাকে একীভূতকরণের উদ্যোগ সফল হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৩৫ এবং ১৫% যা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় এবং সুদের হারও বেশি। তাই কৃষি ব্যাংকের মতো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংক' গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

‘রেডি টু কুক ফিশ’ কর্মজীবী নারীদের জীবনযাত্রা সহজ করবে

কর্মব্যস্ত মানুষের সময় বাঁচাতে কাটা ও ধোয়ার পর মোড়কজাত করে রান্নার উপযোগী মাছ বিক্রি শুরু করেছে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)। ‘রেডি টু কুক ফিশ’ নামের একটি প্রকল্পের আওতায় এমন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকারি সংস্থাটি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বলেছে, ‘বিএফডিসি রেডি টু কুক ফিশ’ প্রকল্পের আওতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মোট ৩০ প্রজাতির মাছ ‘রেডি টু কুক’ হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে। মোড়কজাত এসব মাছ বিক্রির তিনটি স্থায়ী ঠিকানা হল- রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিএফডিসি ভবনের মৎস্য বিতান, যাত্রাবাড়ীর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর। এছাড়া ঢাকা শহরের ১৬টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ দুইটি হিমায়িত ভ্যানে এসব মাছ বিক্রি করছে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন। এগুলো হল: মিরপুর ডিওএইচএসের ২৭ নম্বর রোড, নেভি হেডকোয়ার্টার ও গুলশান (আজাদ মসজিদ-সংলগ্ন), সচিবালয়ের দক্ষিণ গেইট, মিরপুর ডিওএইচএস, স্বপ্ন নগর আবাসিক এলাকা, মিরপুর অপরাজিতা ভবন, ধানমন্ডি ৬ নম্বর, আজিমপুর কলোনি, ইস্কাটনের লেডিস ক্লাব ও সচিব কোয়ার্টার (বুধবার ও শনিবার), দুদক অফিস সংলগ্ন সেগুনবাগিচা, মতিঝিলের এজিবি কলোনি, ধানমন্ডির শংকর, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে সেচ ভবন (শুক্রবার ও শনিবার), পানমন্ডি ২৮ এবং মোহাম্মদপুর মা ও শিশু হাসপাতাল সংলগ্ন স্থান। অনলাইন, ই-কমার্স প্লাটফর্মেও ‘বিএফডিসি রেডি টু কুক ফিশ’ বিক্রি করা হচ্ছে। ‘মাছে-ভাতে বাঙালি’ স্লোগান ধারণ করে এগিয়ে চলেছে দেশ। স্বাদু পানি ও চাষের মাছ উৎপাদনে সারা বিশ্বে তৃতীয় হলেও রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ২১তম অবস্থানে বাংলাদেশ। সেই অবস্থান শীর্ষে আনতে বঙ্গোপসাগর, কাপ্তাই হ্রদ, হাওর-বাঁওড় ও নদ-নদীর মাছ রান্নার জন্য প্রস্তুত (রেডি টু কুক) বাজারজাত করছে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)। এ জন্য যাত্রাবাড়ীর ঢাকা মহানগর আধুনিক মৎস্য বিপণন সুবিধাদি কেন্দ্রের নিচতলায় প্রক্রিয়াকরণের কারখানা স্থাপন করা হবে। জানা গেছে, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা থাকার পরও দেশে কোনো প্রতিষ্ঠানই সেভাবে মাছ দিয়ে প্রক্রিয়াজাত খাবার তৈরি করছে না। চাহিদার চেয়ে মাছের উৎপাদন বেশি হলেও কেবল চিংড়িই প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে, তাও শুধু রপ্তানির জন্য। এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্টদের মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন সরকার।

মৎস্য অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুর রউফ

বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের ড. মো. আব্দুর রউফ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এর দায়িত্ব প্রদান করা হলো। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে মো. হাসানুজ্জামান (উপসচিব) এর স্বাক্ষরিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই আদেশ জারি করা হয়। ড. মো. আবদুর রউফ ১১তম বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের একজন সদস্য। তিনি ১৯৯৩ সালে বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারে থানা মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ চাকরি জীবনে তিনি মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা, খামার ব্যবস্থাপক, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপপরিচালক (সামুদ্রিক), উপপরিচালক (চিংড়ি), উপপরিচালক (প্রশাসন), প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) হিসাবে সফলতা ও দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সরকারি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা সফর ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য থাইল্যান্ড, নেপাল, ভারত ও জার্মানিতে ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ড. মো. আবদুর রউফ ১৯৬৭ সালের ০১ জানুয়ারি শেরপুর জেলার শেরপুর সদর উপজেলার কামারের চর ইউনিয়নের চুনার চর নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি কামারের চর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮১ সালে এসএসসি, শেরপুর সরকারি কলেজ হতে ১৯৮৩ সালে এইচএসসি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ হতে ১৯৮৭ সালে বিএসসি ফিশারিজ (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন, পরবর্তীতে তিনি একই অনুষদ হতে ২০০৮ সালে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

‘মাছ চাষে দিলে মন, দেশের হবে উন্নয়ন’

উৎপাদন বৃদ্ধি করে রমজানে মাছ মাংসের চাহিদার বিপরীতে উদ্বৃত্ত খাদ্য অন্য বিভাগে পাঠাতে হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, রোজার সময় মাছ মাংসের চাহিদা বেড়ে যায়। সেই চাহিদার বিপরীতে এই অঞ্চলের উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য অন্য বিভাগে পাঠানোর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিগণ যাতে উপকৃত হন, এজন্য তিনি মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে খামারিদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। গত শনিবার ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ সকালে নীলফামারীর সৈয়দপুরে ইকু হ্যারিটেজ হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট-এ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। অবৈধ জাল বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অবৈধ জালের জন্য শুধু জেলেদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেই চলবে না, অবৈধ জাল তৈরির কারখানা বন্ধে প্রশাসনকে জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকার জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে আধুনিক নিবন্ধন কার্ড বিতরণে কাজ করে যাচ্ছে। তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে উপদেষ্টা বলেন, তামাক একটি নেশাজাতীয় দ্রব্য। যা মানুষের অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। এজন্য তামাক চাষের বিপরীতে ভুট্টা চাষ করে গো-খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে। খামারিদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, খামারি ও ভোক্তাদের মাঝে মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে খামারিগণ যাতে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত না হয়, এজন্য সরকার মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, প্রতিবছর গরুর ক্ষুরা রোগের কারণে অনেক খামার নষ্ট হয়। এজন্য প্রান্তিক খামারিদের গবাদিপশুর পা ও মুখের রোগ এফএমডি (FMD) ভ্যাকসিন ঘাটতি পূরণে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নাজিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে রংপুরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তারা মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নতুন উপপরিচালক উম্মে হাবিবা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে উপপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব উম্মে হাবিবা। তিনি গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে এ দপ্তরে যোগদান করেন। ইতঃপূর্বে তিনি উপসচিব হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি মাঠ প্রশাসনে নরসিংদীর বেলাব উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ভোলা, খুলনা, বাগেরহাট, মাগুরা ও ঢাকা জেলায় বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২৭ তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা।

'মৎস্য ও প্রাণীর তথ্য প্রচার করি
সমৃদ্ধ দেশ গড়ি'

মাছের উৎপাদন বাড়বে এআই-এর ব্যবহারে

সারা দেশের মাছের যত চাহিদা তার ১০ ভাগের বেশি উৎপাদিত হয় ময়মনসিংহে। জেলার বেশির ভাগ মাছ উৎপাদিত হয় ত্রিশাল উপজেলায়। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে এই উপজেলার সব ধরনের ব্যবসায়ী মাছ চাষে সফলতা দেখেছেন। তবে কয়েক বছর ধরে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি, জমিভাড়া, গুণগত মানের সমস্যা এবং পোনাকে মাছে পরিণত করার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অল্প জমিতে উৎপাদন বাড়াতে এবং অপচয় রোধে ব্যবহৃত হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই প্রযুক্তি সম্বলিত অ্যাপ। গত সাত মাসে এআই প্রযুক্তির সহায়তায় মাছ চাষ করে সফলতা পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, উপজেলার উৎপাদিত মাছের খরচ প্রায় দেড়শ কোটি টাকা এবং প্রায় দুইশ হেক্টর জমির অপচয় কমাতে সহায়ক হবে এআই প্রযুক্তি। উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা যায়, ত্রিশাল উপজেলার তিন হাজার ২৮৬ হেক্টর জমিতে ছোট-বড় প্রায় ২৫ হাজার পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ হয়। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ পাঙাশ। প্রায় ৯ হাজার মৎস্যচাষি প্রতিবছর গড়ে ৭০ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করেন। এই মাছ উৎপাদনে চাষিদের ব্যয় হয় ৮০০ কোটি টাকার বেশি। এত টাকা ব্যয়ের পরও মাছ বিক্রি করে চাষিরা সঠিকভাবে মাছের দাম পান না। বড় চাষিরা তাঁদের পুঁজি খাটিয়ে লাভের মুখ দেখলেও ক্ষুদ্র চাষিরা এই ব্যবসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এর অন্যতম কারণ অক্সিজেন সমস্যায় মাছের মড়ক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পানির গুণগত মান ঠিক না রাখতে পারা। এছাড়া মাছের চাহিদা অনুযায়ী খাবারের পরিমাণ নির্ণয় না করায় খাদ্যের অপচয় হয়। এতে খরচ বেড়ে যায়। ত্রিশাল উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই সমস্যা সমাধানে অ্যাকোয়া কালচার ৪.০ নামের একটি এআই সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) সংবলিত যন্ত্র ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন বেশ কয়েকটি সেন্সরের সমন্বয়ে সফটওয়্যারটি সার্বক্ষণিকভাবে পুকুরের তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর এআই-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান বাতলে দেয়। পুকুরের পরিবেশ জানার জন্য নেক্সাস ফিশ নেটওয়ার্ক নামের একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়। অ্যাপটির মাধ্যমে একজন চাষি ঘরে বসেও তাঁর পুকুরে উৎপাদিত মাছের সার্বক্ষণিক চাহিদা জানতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এআই সংবলিত অ্যাপটির সহায়তায় সমপরিমাণ জমিতে ছয় গুণ বেশি মাছ উৎপাদন করা যাবে। উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২০২৪ সালের এপ্রিলে কানিহারী ইউনিয়নের সরকারি এক পরিত্যক্ত পুকুরের ৫৮ শতাংশ জমিতে ৬৫ হাজার পাঙাশের পোনা দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এআই অ্যাপটি ব্যবহার করা হয়। মাছের খাবার চাহিদাপূরণ ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহে অ্যাপটির সঙ্গে ১২টি যন্ত্রের সংযোগ আছে। এই পদ্ধতি ব্যবহারে গত সাত মাসে ৫৫ গ্রামের পোনার ওজন হয়েছে এক হাজার ২০০ গ্রাম। প্রতিটি মাছে খরচ হয়েছে ১০৫ টাকা।

মৎস্য চাষি ইদ্রিস আলী বলেন, 'আমরা সাধারণত ৫৮ শতাংশ জমিতে সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১১ হাজার মাছ উৎপাদন করে থাকি। ৫০ থেকে ৬০ গ্রামের একটি পোনাকে এক কেজির মাছে পরিণত করতে আমাদের খরচ হয় ১১০ থেকে ১১৫ টাকা। আর যদি খাদ্য ও পানির গুণগত মান, স্বাভাবিক অক্সিজেন সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে, তবে মাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। তখন ব্যয় দাঁড়ায় ১২০ টাকা। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা গেলে প্রতি কেজি মাছে উৎপাদন খরচ কমবে ১০ থেকে ১৫ টাকা। আর একই পরিমাণ জমিতে ছয় গুণ বেশি মাছ উৎপাদন সম্ভব। অপর এক চাষি জাকির হোসেন বলেন, এআই সম্বলিত অ্যাপ ব্যবহার করে মাছের চাহিদা অনুযায়ী খাবার দেওয়া গেলে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ অপচয় কমানো যাবে। এতে একজন চাষি অনেক বেশি লাভের মুখ দেখতে পাবেন। এআই প্রযুক্তিতে মাছ চাষ প্রকল্পের কারিগরি পরামর্শক রনি সাহা বলেন, 'অত্যাধুনিক অ্যাকোয়াকালচার ৪.০ প্রযুক্তি ও বিদ্যমান পুকুরে ভার্টিক্যাল এক্সপানশন পদ্ধতির সমন্বিত ব্যবহারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে একজন চাষি প্রতিনিয়ত তার পুকুরের অক্সিজেন লেভেল, কাঁদার পরিমাণ, পানির দূষণ সম্পর্কে সার্বক্ষণিক তথ্য পাবে। প্রতিষেধক যন্ত্র ব্যবহার করে এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্যার সমাধান দেবে। তাছাড়া মাছের যতটুকু খাবারের

চাহিদা, শুধু তা গ্রহণের পরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাবার দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সময় ও চাহিদা অনুযায়ী মাছ আবার তার খাবার গ্রহণ করবে। আর এই প্রযুক্তি ব্যবহারে একজন চাষির অতিরিক্ত তিন থেকে চার লাখ টাকা ব্যয় হবে। তবে সঠিকভাবে ব্যবহার করে পাইলট প্রকল্পের অংশটুকু থেকে সাশ্রয় হয়েছে ১৫ লাখ টাকা। এতে মাছের দাম কম বা খাদ্যের দাম স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলেও একজন চাষিকে লোকসান গুনতে হবে না। এআই-এর ভেতরে এত বেশি তথ্য সরবরাহ করা আছে, যা দিয়ে একজন চাষি প্রতি মিনিটের অক্সিজেন লেভেল, টেম্পারেচার, সম্ভাব্য টেম্পারেচার, খাবারের চাহিদা, পানিতে কী সমস্যা হচ্ছে সব কিছু জানতে পারবে।' এই পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্ভাবক ও ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুয়েল আহমেদ বলেন, 'সাত মাসের একটি পরীক্ষামূলক ব্যবহারে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সফলতা এসেছে। এখন চাষিরা এই পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের আগ্রহ দেখাচ্ছে। আধুনিক এই প্রযুক্তি ব্যবহারে একদিকে যেমন জমির সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে চাষিদের উৎপাদন খরচ কমায় তারা অধিক মুনাফা পাবে।' (সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ)

কীভাবে চিনবেন কোনটি বিষমুক্ত শুঁটকি

কক্সবাজার শহরের বাঁকখালী নদীর পাশে নতুন ফিশারিপাড়ায় উৎপাদিত হচ্ছে বিষমুক্ত শুঁটকি। পাঁচ কেজি ওজনের লাক্ষা শুঁটকির দাম ১৪ হাজার টাকা। কক্সবাজারের হোটেল-মোটেল জোন ও সৈকত এলাকায় সারি সারি শুঁটকির দোকানে সবসময় লেগে থাকে ক্রেতাদের ভিড়। পর্যটকেরা অনেক সময় না জেনেই তড়িঘড়ি করে রাসায়নিক দেওয়া শুঁটকি কিনে প্রতারিত হন। আবার দেশি শুঁটকি ভেবে অনেকে কেনেন বাইরে থেকে আমদানি করা ভেজাল ও নিম্নমানের শুঁটকি। তবে দরিয়া নগরেরই কয়েকটি স্থানে তৈরি হচ্ছে বিষমুক্ত শুঁটকি। সেখানে গিয়ে দেখেশুনে কিনলে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, আবার মিলবে ভেজালমুক্ত খাঁটি শুঁটকি। কক্সবাজার বিমানবন্দরের পূর্ব পাশে বাঁকখালী নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা নতুন ফিশারিপাড়ায় তৈরি হচ্ছে বিষমুক্ত শুঁটকি। এখানকার প্রতিটি বসতবাড়ির ছাদে ও চালে বাঁশের মাচাংয়ে করে শুঁটকি তৈরি হয়। উন্মুক্ত পরিবেশে লোনা হাওয়ায় মাছ শুকানো হয়। প্রয়োগ করা হয় না কোনো রাসায়নিক। মৎস্য বিভাগ থেকেও নিশ্চিত করা হয়েছে, এখানকার শুঁটকি বিষমুক্ত। তবে রোদে ও হাওয়ায় শুকানো শুঁটকির উৎপাদন খরচ বেশি বলে এখানকার শুঁটকির দামও একটু বেশি। ফিশারিপাড়ায় শুঁটকি কিনতে গিয়ে পর্যটকেরা অনেকেই এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করেন। প্রথমত, নিরাপদ শুঁটকি তো পাওয়াই গেল। দ্বিতীয়ত, শুঁটকি তৈরির সামগ্রিক চিত্রটাও দেখা হয়ে যায় এখানে এলে। যারা তীব্র ঘ্রাণের সঙ্গে সমঝোতা করে পাড়া ঘুরতে পারবেন, তাদের জন্য দেখার অনেক কিছুই আছে এখানে। পাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়ির মাচাংয়ে ঝুলতে দেখা যাবে রূপচাঁদা, সুরমা, গুইজ্জা, ছুরি, কামিলা, চাপা, পোপা, মাইট্যা, লোণ, রাঙাচকি ও লাক্ষা মাছ। আছে দুই থেকে পাঁচ কেজি ওজনের শুঁটকিও। এসবের মধ্যে সবচেয়ে দামি লাক্ষা শুঁটকি। ৫ কেজি ওজনের একটি লাক্ষা শুঁটকির দাম কমপক্ষে ১৪ হাজার টাকা। পাড়ারই একটি মহালের মালিক মো. মজিদ (৩২) বলেন, কয়েক দিন আগে ফিশারীঘাট থেকে তিনি ১৭ কেজি ওজনের একটি লাক্ষা মাছ কিনেছিলেন। শুকানোর পর এটির ওজন হয়েছে পাঁচ কেজি। এই লাক্ষা শুঁটকি পাইকারিতে ১৪ হাজার টাকায় বিক্রি হবে। আর খুচরায় নিয়ে গেলে দাম পড়বে ১৫-১৭ হাজার টাকা। কক্সবাজার শহরের নতুন ফিশারি পাড়ায় ঘরের চালে বাঁশের মাচাংয়ে তৈরি হচ্ছে বড় মাছের বিষমুক্ত শুঁটকি। পাড়ায় পাইকারি দোকানের পাশাপাশি বেশ কিছু খুচরা দোকানও রয়েছে। তেমন একটি দোকানে গিয়ে জানা গেল কোন শুঁটকির কত দাম। এখানকার বিভিন্ন দোকানে রূপচাঁদা ২ হাজার ৮০০ থেকে ৩ হাজার, সুরমা ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৬০০, গুইজ্জা ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, ছুরি-১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকা, পোপা ৯০০ থেকে ১ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ তো গেল দামের বিষয়। এবার শুঁটকি ব্যবসায়ী মো. মজিদের কাছে প্রশ্ন, কী করে চেনা যাবে কোনটি বিষমুক্ত ও ভালো মানের শুঁটকি? তিনি জানান, খাঁটি ও ভালো মানের

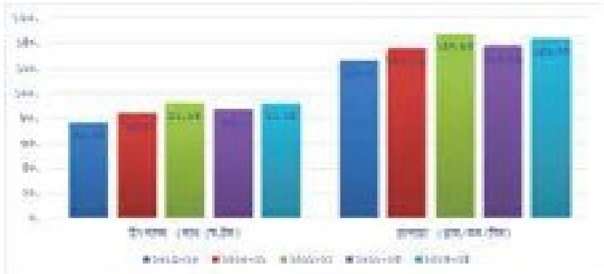

এখানে উল্লেখ্য যে, সরবরাহকৃত ১৪৩.৭৭ গ্রাম মাংসের মধ্যে মাংস এবং মাংস হতে উৎপাদিত পণ্য যেমন: মিট বল, মিট বার্গার, মিট কাটলেট, চিকেন বার্গার, চিকেন নাগেট, ফ্রাইড চিকেন, চিকেন স্যান্ডউইচ ও অন্যান্য মাংস জাত খাদ্যপণ্য রয়েছে; যা খুবই পুষ্টিকর, উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যসম্মত। মাংস একটি উচ্চ আমিষের উৎস; যেখানে সকল এমিনো এসিড বিদ্যমান। মাংস মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন ও মিনারেলস এর চাহিদাপূরণ করে। বয়স্কদের অস্থি ক্ষয়রোধ ও দুর্বলতা প্রতিরোধ করে। শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও মেধার বিকাশ ঘটায়। পুষ্টি বিবেচনায় প্রতি ১০০ গ্রাম মাংসে প্রায় ২২-২৬ গ্রাম মানসম্মত প্রোটিন, ৩-৪ গ্রাম উন্নত ফ্যাট, ১৪০-১৫০ কিলোক্যালরি শক্তি, ৭০-৭৫ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল, ৫৫-৬০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস ও অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে।

ডিমের উৎপাদন ও পুষ্টিগুণ: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ২,৩৭৪.৯৭ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়েছে।

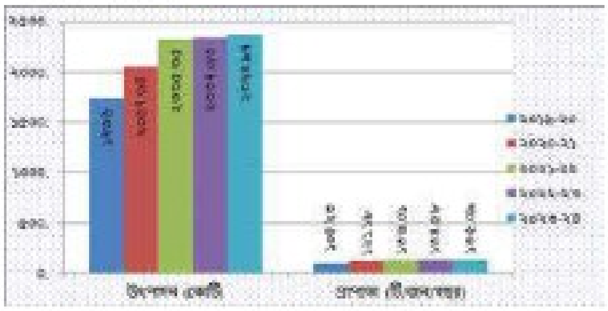

যার ফলে দেশে মাথাপিছু বছরে ১০৪টি ডিমের চাহিদার বিপরীতে প্রায় ১৩৫টি ডিম সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে, যার পরিমাণ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে সামগ্রিকভাবে দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ডিমের চাহিদা ও গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং সে অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ডিমের এ চাহিদা পুনরায় নির্ধারণ করেছে। এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বছরে মাথাপিছু ২০৮টি ডিমের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ হিসাবে জনপ্রতি সপ্তাহে গড়ে ৪টি ডিম এবং ডিম হতে উৎপাদিত পণ্য যেমন-পুডিং, কেক, এগ এলবুমিন ও এগ ইয়ক পাউডার ইত্যাদি গ্রহণ করবে, যা খুবই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত। ডিম একটি সম্পূর্ণ নিউট্রিয়েন্ট পিল। ডিমের আয়রন হিম পদ্ধতিতে থাকে বিধায় মানব শরীরের রক্তে হিমোগ্লোবিন তৈরিতে দ্রুত সহায়তা করে। ডিম ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে ও শরীরের ওজন কমায়, চামড়া মসৃণ রাখে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। ডিম খেলে দৃষ্টিশক্তি এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে। ডিমের স্যাটাইটি ভ্যালু বেশি বিধায় ডিম খেলে পরিতৃপ্তি নিশ্চিত হওয়ার কারণে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ কম হয়ে থাকে। পুষ্টি বিবেচনায় একটি সম্পূর্ণ ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম মানসম্মত প্রোটিন, ৫ গ্রাম উন্নত ফ্যাটি এসিড, ৭০-৭৭ কিলোক্যালরি শক্তি, ১৭৫-২১০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল, ১০০-১৪০ মিলিগ্রাম কোলিন, ভিটামিন, মিনারেলস ও অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে।

সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষের (দুধ, ডিম ও মাংস) উপযোগিতা নিম্নরূপ: শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও মেধার বিকাশ ঘটায়; মানব দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন ও মিনারেলস এর চাহিদাপূরণ করে; বয়স্কদের অস্থি ক্ষয়রোধ ও দুর্বলতা প্রতিরোধ করে; স্ট্রোক, হৃদরোগ, আর্থ্রাইটিস ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়; মানব দেহের ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; রক্তের ক্ষতিকর ট্রাইগ্লিসারাইডের উপস্থিতি হ্রাস করে মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি বৃদ্ধি করে সুস্থ সবল মেধাবী জাতি গঠনে সহায়তা করে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে 'সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ' করা এবং মিশন হচ্ছে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ভ্যালু এডিশনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ'। তাই বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও আপামর মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৫০ বছরের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৬৬) এবং জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। ফলে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদাপূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় এবং প্রাণিজ আমিষের গুণগতমান বজায় রাখাসহ সার্বিক নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে; যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

লেখক : উপপরিচালক (প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান), পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯৪৬৯৫২০১১, ই-মেইল : hmsalim72@yahoo.com

'ডিমে পুষ্টি, ডিমে শক্তি, ডিমে আছে রোগমুক্তি'

২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্ক নির্মূল করতে হলে আমাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে

২০৩০ সালের মধ্যে যদি আমরা এসডিজির (৩.৩) অর্জন করতে চাই সেখানে যদি জলাতঙ্ক নির্মূল করতে চাই, তাহলে আমাদের যতটুকু দায়িত্ব আছে সেটুকু এখনই পালন করতে হবে। কেননা ২০২৪ সাল শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের হাতে আছে মাত্র পাঁচ বছর। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (রোববার) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, USAID, One Health Activity এর সম্মিলিত আয়োজনে ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের থ্রিডি হলে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি আরও বলেন, কুকুরকে ভালবাসতে হবে। কুকুরের প্রতি আতঙ্ক তৈরি করা যাবে না। তারা প্রাণী, তাদেরকে কোনভাবে হত্যা করা যাবে না। তরুণদের মধ্যে ভালোবাসা বেশি। তরুণরা এবার যে নতুন বাংলাদেশ দিয়েছে তাতে শুধু মানুষ না, সব ধরনের প্রাণীর প্রতি যদি তাদের এই ভালোবাসা থাকে তাহলে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অধ্যাপক ডা. শেখ ছাইদুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য Breaking rabies Boundaries বাংলায় যার অর্থ জলাতঙ্ক নির্মূলে প্রয়োজন সকল প্রতিবন্ধকতা নিরসন। সেমিনারে আলোচ্য প্রতিপাদ্যের উপর তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশেষজ্ঞগণ। "Rabies Control and Diagnosis: DLS Activities" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ডা. সুকেশ চন্দ্র বৈদ্য, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার ঢাকা, "Breaking Rabies Boundaries in bangladesh" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ড. শেখ দাউদ আদনান, পরিচালক, কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং 'Role of NPOs in Breaking Rabies Boundaries" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান PAW Foundation Bangladesh। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রফেসর পরিতোষ কুমার বিশ্বাস, Animal Health Team Lead, USAID, One Health Activity। সভাপতির বক্তব্যে ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক বলেন, রেবিস রোগের যে সাফারিং (suffering) তা পুরো মানব জাতির জন্য ভয়ানক কিন্তু সেটি অবহেলিত। তবে সকলে যদি ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচে (One Health approach) এগিয়ে আসি তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্ক নির্মূল করতে আমরা আর পিছিয়ে যাব না। অনুষ্ঠানের সমাপনান্তে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক প্রশাসন, ডা. মো. বয়জার রহমান সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এর আগে সকাল ১০.০০ টায় বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস- ২০২৪ উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর জলাতঙ্কের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে লিফলেট বিতরণ করেন।

'জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান'

বিষমুক্ত শুঁটকি হবে শক্ত, চাপ দিলে ভাঙবে না। চকচক করবে না। আর শুঁটকির ওপরে সাদা কোনো গুঁড়ার আস্তর থাকবে না। স্বাভাবিক গন্ধ থাকবে প্রতিটি শুঁটকিতে। তবে কেবল ফিশারিপাড়া নয়, শহরের নাজিরার টেকেও তৈরি হচ্ছে এমন বিষমুক্ত শুঁটকি। পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নাজিরারটেক উপকূলে শুঁটকি উৎপাদনের মহাল রয়েছে প্রায় ৮০০টি। মহালগুলোতে দৈনিক ১২০ মেট্রিক টন শুঁটকি উৎপাদিত হচ্ছে। বেশির ভাগ লইট্টা, ছুরি, পোপা, মাইট্টা, কামিলা, ফাইস্যা, রূপচান্দা ইত্যাদি। কক্সবাজার শুঁটকি ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. ইসহাক বলেন, নতুন ফিশারিপাড়ায় বর্তমানে ২৭টি মাচাংয়ে বড় শুঁটকির উৎপাদন চলছে। আগামী মে পর্যন্ত ৬ মাসে অন্তত ৭০ কোটি টাকার ২০০ মেট্রিক টন শুঁটকি উৎপাদন করা হবে। বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদন হচ্ছে কি না, সরেজমিন তদারকির ব্যবস্থাও রাখা আছে। কোস্ট ফাউন্ডেশন বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদনে উৎসাহিত করতে ব্যবসায়ীদের বাঁশের মাচাং নির্মাণ করে দেওয়ার পাশাপাশি ২ কোটি টাকার বেশি অর্থ সহায়তা দিয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোস্ট ফাউন্ডেশনের কক্সবাজার শুঁটকি প্রকল্প ব্যবস্থাপক তানজিরা খাতুন বলেন, বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদনে শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গত সাত বছরে কয়েক হাজার উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শুঁটকি সংরক্ষণের জন্য হিমাগার স্থাপন করা হয়েছে। সহজ শর্তে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অন্তত ১০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. বদরুজ্জামান বলেন, নতুন ফিশারিপাড়া ও নাজিরারটেক উপকূলে এখন বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তবে পর্যটকের চাপ বেড়ে গেলে অসাধু কিছু ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে আমদানি করা শুঁটকি নিয়ে এসে বেচাবিক্রি করেন। এসব শুঁটকিতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষ কিংবা কীটনাশক মেশানো থাকে। (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো)

দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ খাত

প্রাণিসম্পদ খাত হলো দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধান। পাশাপাশি বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য খাত। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গুণগত উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে কৃষিজ জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৩৩%, দেশজ উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১.৮৫%, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩.১৫% এবং বর্তমান বাজারমূল্যে জিডিপির আকার প্রায় ৮২,০৪১ কোটি টাকা। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। দেশের প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৭০-৭৫% আমিষ এ প্রাণিসম্পদ খাত থেকে সরবরাহ হয়ে থাকে। সর্বোপরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি, মানসম্মত প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান এবং প্রাণিজ আমিষের গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো:

দুধের উৎপাদন ও পুষ্টিগুণ: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ১৫০.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হয়েছে। যার ফলে দেশে মাথাপিছু দৈনিক ২৫০ মিলি দুধের চাহিদার বিপরীতে প্রায় ২৩৪.৪৫ মিলি দুধ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে, যার পরিমাণ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরবরাহকৃত ২৩৪.৪৫ মিলি দুধের মধ্যে তরল দুধ এবং দুধ হতে উৎপাদিত পণ্য যেমন: দই, ছানা, মিষ্টি, আইসক্রিম, পনির, ঘি, মাঠা ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য রয়েছে; যা খুবই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত। দুধ একটি সম্পূর্ণ আদর্শ খাদ্য এবং ইহা উৎকৃষ্ট আমিষ ও ক্যালসিয়ামের উৎস।

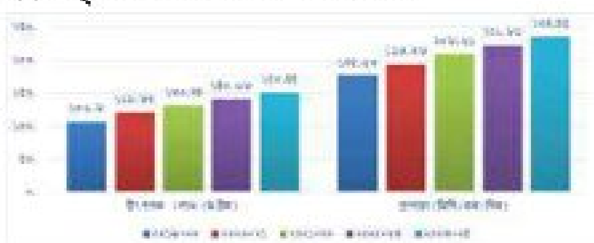

চিত্র: দুধের উৎপাদন এবং দৈনিক জনপ্রতি দুধের (দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য) প্রাপ্যতা (মিলি)

আয়রন ছাড়া সকল প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মিনারেলস দুধে বিদ্যমান। দুধে এল-ট্রিপটোফেন নামক এমিনো এসিড থাকে বিধায় দুধ খেলে ভালো ঘুম হয়। দুধ থেকে তৈরি ইউগার্ট প্রবায়োটিক হিসাবে কাজ করে যা হজম শক্তি এবং শরীরের ইমিউন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। পুষ্টি ভ্যালু হিসাবে এক কাপ দুধে প্রায় ১৪০-১৫০ কিলোক্যালরি শক্তি, ৮-১০ মিলিগ্রাম মানসম্মত ফ্যাট, ৮-১০ মিলিগ্রাম উন্নত প্রোটিন, ১৩-১৫ মিলিগ্রাম শর্করা, ২৪-২৫ মিলিগ্রাম ঝুঁকিবিহীন কোলেস্টেরল, ৯৮-১০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস ও অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে।

মাংসের উৎপাদন ও পুষ্টিগুণ: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৯২.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাংস উৎপাদিত হয়েছে। যার ফলে দেশে মাথাপিছু দৈনিক ১২০ গ্রাম মাংসের চাহিদার বিপরীতে প্রায় ১৪৩.৭৭ গ্রাম মাংস সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে, যার পরিমাণ প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চার মাসে চিংড়ি রপ্তানি বেড়েছে ২৪ শতাংশ

চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবরে রপ্তানি ৮৯৫ কোটি টাকা। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ৭০৬ কোটি টাকা। চলতি ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) খুলনাসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি হয়েছে ৭ হাজার ৬৯৯ টন। যার বাজার মূল্য প্রায় ৮৯৫ কোটি টাকা। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে একই সময় চিংড়ি রপ্তানি হয় ৫ হাজার ৯২৪ টন। যার বাজার মূল্য ছিল ৭০৬ কোটি টাকা। গত চার মাসে আগের অর্থবছরের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ১৮৯ কোটি টাকার বেশি। লোকাল মার্কেটে উচ্চমূল্যে বাগদা-গলদা বিক্রি হওয়ায় কোম্পানিগুলো কাঁচামাল সংকটে ভুগছে। মৎস্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে খুলনা জেলার ৯টি উপজেলায় মিঠা ও লবণাক্ত পানির ঘের ছিল ৫১ হাজার ৩৯৯ হেক্টর জমিতে। চিংড়ি উৎপাদন হয় ২৩ হাজার ৪২২ টন। জানা যায়, পাঁচ বছরের ব্যবধানে জেলায় চিংড়ি ঘের কমেছে ৪ হাজার ৭৮৬ হেক্টর। উৎপাদন কমে গেছে ৩ হাজার ৭৫২ টন। জানা যায়, ২০২১-'২২ অর্থবছর থেকে বাগদা-গলদা চিংড়ির রপ্তানিতে ধস নামে। করোনা পরিস্থিতি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ২০২১-'২২ অর্থবছরে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা থেকে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি হয় ২৪ হাজার ১০৪ টন। যার বাজার মূল্য ২,৬১১ কোটি টাকা। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে চিংড়ি রপ্তানি হয় ১৯ হাজার ৯০৫ টন। যার বাজার মূল্য ২,৪১২ কোটি টাকা। আর ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে চিংড়ি রপ্তানি হয় ১৫ হাজার ৪৫১ টন। যার বাজার মূল্য ছিল ১,৭৪৪ কোটি টাকা। খুলনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জয়দেব পাল জানান, চলতি বছরে খুলনার বটিয়াঘাটা ও পাইকগাছার বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চাষ শুরু হয়েছে। 'গ্রোথ রেট' বেশি হওয়ায় প্রতি হেক্টরে ১০ টনের বেশি চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে। কম সময়ে ভেনামি উৎপাদন হওয়ায় বছরে দুই থেকে তিনবার চাষ করা সম্ভব। তিনি বলেন, দেশে ব্যাপক হারে ভেনামি চাষ শুরু হলে এর রপ্তানি সম্ভাবনাও বাড়বে। কিন্তু একবার রপ্তানি শুরু হলে যে 'মার্কেট চেইন' তৈরি হবে পরবর্তীতে সেই অনুযায়ী সরবরাহ না করতে পারলে রপ্তানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেই কারণে আরও কয়েক বছর উৎপাদন পরিমাণ যাচাই করে ভেনামি রপ্তানি শুরু করলে সফলতা মিলবে। রপ্তানিকারকরা জানিয়েছেন সরকার অধিক উৎপাদনশীল ভেনামি জাতের চিংড়ি চাষে অনুমতি দিয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের সনদ, পোনা শোধনাগার, পোনা সংকটসহ নানা কারণে ভেনামি চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি। তিনি বলেন, চিংড়ির উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াতে সরকারকে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ভেনামি চিংড়ি উৎপাদন ও ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চাষাবাদে (১০-১৫ জন চাষি একসঙ্গে উৎপাদন করবেন) সাড়া মিলেছে। এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে চিংড়ির উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়বে। বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন পরিচালক তরিকুল ইসলাম জহির বলেন, গত কয়েক বছরে হিমায়িত চিংড়ির উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। কাঁচামালের অভাবে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে কম চিংড়ি রপ্তানি করেও টাকার অঙ্ক বেশি দেখা যাচ্ছে। এটি প্রকৃত চিত্র নয় বলে তিনি দাবি করেন। তবে মৎস্য কর্মকর্তারা বলছেন চলতি বছরে খুলনার বটিয়াঘাটা পাইকগাছায় বাণিজ্যিকভাবে ভেনামি চাষ শুরু হয়েছে। 'গ্রোথ রেট' বেশি হওয়ায় প্রতি হেক্টরে ১০ টনের বেশি চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে। অধিকহারে উৎপাদনে ভেনামি চাষে আগ্রহ বাড়ছে চাষিদের। এতে চিংড়ি কোম্পানিগুলোও তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারবে। (সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন)

'চিংড়ি চাষে এগিয়ে আসুন, অধিক টাকা আয় করুন'

কৃত্রিম খাদ্যে পুকুরে কোরাল মাছের চাষ

পটুয়াখালীর মৎস্য চাষিদের মধ্যে কৃত্রিম খাদ্যের মাধ্যমে কোরাল মাছ চাষে আগ্রহ বাড়ছে। মুক্ত জলাশয়ের কোরাল মাছ ঘেরের মধ্যে বা বদ্ধ জলাশয়ে চাষে নতুন সফলতা ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছেন গবেষকরা। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) একুয়াকালচার বিভাগের একদল গবেষক 'সামুদ্রিক শৈবাল সহযোগে কৃত্রিম খাদ্যের মাধ্যমে কোরাল মাছ চাষ' শীর্ষক একটি প্রকল্প পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার মাটিভাঙ্গা গ্রামে বাস্তবায়ন করছে। পবিপ্রবি সূত্র জানায়, মৎস্য অধিদপ্তরের সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় ৭৪ লাখ টাকা ব্যয়ে আড়াই বছর মেয়াদি প্রকল্পটি ২০২২ সালের জুলাইয়ে শুরু হয় এবং চলতি বছরের ডিসেম্বরে শেষ হবে। নতুন এই প্রযুক্তির গবেষকরা হলেন পবিপ্রবির একুয়াকালচার বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এবং সহকারী প্রধান ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আরিফুর রহমান। প্রকল্পের অধীনে চাষি আনোয়ার হোসেন তার ৩০ শতাংশে আয়তনের পুকুরে কোরাল মাছ চাষ করেছেন। তিনি বলেন, 'সারা বছরই আমার পুকুরটি পতিত থাকতো। এক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পরীক্ষামূলকভাবে পুকুরটিতে কোরাল মাছ চাষের কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাই। ৭০০ পোনা ছাড়া হলো পুকুরে। পাঁচ গ্রাম ওজনের কোরালের পোনা এক বছরেই প্রায় সাড়ে তিন কেজি ওজনের হয়েছে'। তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষকদের পরামর্শ অনুযায়ী বাজার থেকে ফিড কিনে পুকুরের মাছকে দিচ্ছি। প্রতিদিনই এলাকার মৎস্য চাষিরা কোরাল মাছ চাষ দেখতে আসছেন। অনেকে পরামর্শ নিচ্ছেন যাতে তারা এভাবে কোরাল চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। 'এই প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শরিফুল আজম জানান, মাছ হচ্ছে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস। কোরাল মাছ বেশ পুষ্টিসমৃদ্ধ: যা আমাদের শরীরের পেশী গঠন, ক্ষতিগ্রস্থ কোষ মেরামত এবং হরমোন উৎপাদনে সাহায্য করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং পুষ্টি সরবরাহে কোরাল মাছ চাষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রকল্পের সহকারী প্রধান মো. আরিফুর রহমান বলেন, কোরাল নদী, সাগরসহ মুক্ত জলাশয়ের মাছ হলেও ঘেরের মধ্যেও স্বল্প পরিসরে চাষ হয়ে আসছে। এসব ঘেরে কোরালের খাবার হিসেবে তেলাপিয়াসহ ছোট ছোট মাছ দেওয়া হয়। কৃত্রিম খাদ্যের অভাবে ঘেরে কোরাল মাছের চাষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কৃত্রিম খাদ্যের মাধ্যমে কোরাল চাষে চাষিদের মধ্যে আগ্রহ বাড়াতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২৫০ জন চাষিকে কোরাল চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রধান গবেষক মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জানান, দেশে কোরাল মাছের হ্যাচারি না থাকায় গবেষণার কাজে থাইল্যান্ডের হ্যাচারিতে উৎপাদিত কোরালের পোনা সংগ্রহ করে মাছের চাষ পদ্ধতি নিয়ে তার দল কাজ করছে। পাঁচ গ্রাম ওজনের কোরাল পুকুরে এক বছর চাষ করে সাড়ে তিন কেজি ওজনের হওয়ায় শুধু দক্ষিণাঞ্চল নয়, পুরো বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য চাষিদের কাছে তারা নতুন এক সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, তাদের উদ্ভাবিত সামুদ্রিক শৈবাল সহযোগে কৃত্রিম খাদ্যের মাধ্যমে কোরাল মাছ চাষের এই প্রযুক্তি বাংলাদেশে কোরাল মাছের উৎপাদনসহ মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বাড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। (সূত্র: ডেইলি স্টার বাংলা)

'বেশি বেশি মাছ চাষ করি, বেকারত্ব দূর করি'

এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হচ্ছে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, মানবদেহে ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে অনেক সময় এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে আমাদের শরীরে উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হচ্ছে। তার চেয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য হলো আমরা যে এন্টিবায়োটিক খাচ্ছি তা আবার পরিবেশে ফিরে যাচ্ছে। এ বিষয় নিয়ে কেউ ভাবছেনা, এই যে ভাববার বিষয় তা আমাদের ঠিক করতে হবে। গত ১৯ নভেম্বর ২০২৪, মঙ্গলবার সকালে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে "বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) জনসচেতনতা সপ্তাহ-২০২৪"-উপলক্ষ্যে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ওয়ান হেলথ বলতে যদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে কেন্দ্রীয়ভাবে রাখা হয় তাহলে শুধু তাদের বিষয় নিয়েই কাজ করবে। তিনি আরও বলেন, ওয়ান + ওয়ান = ওয়ান হবে না, ওয়ান বলতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অথবা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বুঝাবে তা ভেবে দেখা উচিৎ। উপদেষ্টা আরও বলেন, এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত দেরি হয়েছে; এখনই কাজ করার সময়। প্রতিটি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে বোঝার ক্ষেত্রে এখনও ঘাটতি রয়েছে। এখন সময় এসেছে দায়িত্ব নেয়ার, কোন কাজ কোথায় করবো তা জেনে বুঝে করা অতীব জরুরি। তিনি বলেন, আমাদের গড় আয়ু বেড়েছে এর অর্থ এই নয়-স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমরা অনেক উন্নত। আমরা বেঁচে আছি তবে ভালোভাবে বাঁচছি না। সুস্থতার জন্য ওষুধের ওপর নির্ভর নয় বরং ওষুধ ছাড়া আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হবে। এখনও অনেক মানুষ অসুখ হলেই এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করছে, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হওয়ার ফলে মানুষ তথা রাষ্ট্রের খরচ বাড়ছে আর মানুষ অসুস্থ থেকে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন নিরাপদ খাদ্য কথাতেই আপত্তি রয়েছে, তার মানে খাদ্য নিরাপদ নয়-খাদ্য নিরাপদ হতে হবে। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। জুলাই-আগস্টের বিপ্লবে প্রমাণ হয়েছে তরুণরাই এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। খাদ্যকে অনিরাপদ করার জন্য বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে, তা আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না-এখানে আমাদের কাজ করতে হবে। আগামীর বাংলাদেশকে সুস্থ রাখতে তরুণ ছাত্রদের এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। বক্তারা প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন ও চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ উত্তম খামার চর্চায় খামারিকে উৎসাহ প্রদান, এন্টিবায়োটিক প্রত্যাহার কাল সম্পর্কে খামারিকে সচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা আরও বলেন, প্রেসক্রিপশনের সময় সঠিক এন্টিবায়োটিক নির্বাচন, মাত্রা, ব্যবহার ও প্রয়োগবিধি নিশ্চিত করতে হবে। জীবাণু সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে এন্টিবায়োটিক নির্বাচন করা এবং সম্ভব হলে এন্টিবায়োটিকের বিকল্প ব্যবহার করার জন্য সেমিনারে মতামত প্রদান করেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুর রউফ, ফ্লেমিং ফান্ড গ্রান্ট বাংলাদেশের টিম লিড প্রফেসর ড. শাহ মনির হোসেন, সিস্টেম স্ট্রেনদেনিং ফর ওয়ান হেলথের চিফ অব পার্টি অধ্যাপক ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথ, বাংলাদেশে নিযুক্ত খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কান্ট্রি টিম লিডার ড. ইরিখ ব্রুম (Dr. Eric Brum), এতে স্বাগত বক্তৃতা করেছেন। প্রাণীর স্বাস্থ্য খাতে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ক্ষমতার তথ্য উপস্থাপনা করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডা. মো. শাহীনুর ইসলাম ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ডা. নূর আসাদ উজ জামান প্রমুখ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. বয়জার রহমান অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। পরে এএমআর ভিডিও অ্যাওয়ার্ডে প্রতিযোগিদের মাঝে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মৎস্যচাষে নতুন প্রযুক্তি

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) 'দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার-২০২২' বৈশ্বিক প্রতিবেদন মতে স্বাদুপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে তৃতীয়। শুধু তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। সারা বিশ্বে মোট মাছের চাহিদা ১৭৮.৮ মিলিয়ন টন এবং এর এক-তৃতীয়াংশ যোগান দেয় চীন। সে হিসাবে বিশ্বের বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী দেশ হলো চীন। চাহিদার ৮ শতাংশ মাছ উৎপাদন করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। অন্য শীর্ষ দেশগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, পেরু, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। এ তালিকায় মিসর, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের নামও আছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর সমুদ্র থেকে ৬ লাখ ৭০ হাজার টন মাছ সংগ্রহ করা ছাড়াও পুকুর ও হাওড়-বাঁওড়ে মৎস্য উৎপাদন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মাছের সাইজ, ওজন, রং ও স্বাদ সবকিছুই বেড়েছে। দেশে মৎস্যচাষে এ সফলতার পেছনে আছে মৎস্য বিভাগের বহুমুখী গবেষণা, আধুনিক পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির সহায়তা। এসব প্রযুক্তির মধ্যে অন্যতম হলো রাস, আইপিআরএস এবং বায়োফ্লক পদ্ধতি।

রাস পদ্ধতি: মাছ চাষে যান্ত্রিকীকরণের জন্য আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহার করে কম খরচে আধুনিক পদ্ধতির নাম রিসার্কুলেটিং একোয়াকালচার সিস্টেম (রাস)। এ পদ্ধতিতে বিদ্যমান মাছ চাষের চেয়ে ৮০-১০০ গুণ বেশি মাছ উৎপাদন সম্ভব। তাছাড়া দেশীয় সম্পদ ও কারিগরি দক্ষতা ব্যবহার করে অত্যন্ত কম মূল্যে এ প্রযুক্তি ব্যবহারযোগ্য। যেকোনো বদ্ধ জলাশয়ে এক শতকে ২-৩ কেজি এবং নিবিড় চাষ করা গেলে সর্বোচ্চ ২০-৩০ কেজির মতো মাছ চাষ করা যায়। এভাবে প্রতি ঘনমিটার জায়গায় ১ হাজার লিটার পানিতে 'রাস' পদ্ধতি ব্যবহার করে ৮০-৯০ কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রতিটি ট্যাংক সাড়ে ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার লিটার পানি ধারণ করতে পারে। সে হিসাবে একটি ১০ হাজার লিটার সম্পন্ন প্রতি ট্যাংকে উৎপাদন করা যায় ৮০০ কেজি মাছ। 'রাস' পদ্ধতিতে মাছের মল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্যাংক থেকে ফিল্টারিং করে একেবারে তলানিতে নিয়ে আসা হয়। এজন্য এ পদ্ধতিকে রেসওয়ে বটমক্লিন পদ্ধতি বলা হয়। পরবর্তী সময়ে এ মল বের করে একুয়াফনিক্সসহ বিভিন্ন কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায়। ট্যাংকে নতুন পানি সরবরাহের জন্য ছোট একটি মোটরের প্রয়োজন হয়, যেটিকে সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। আর বাতাসের অক্সিজেন পানিতে মিশিয়ে বুদবুদ তৈরির মাধ্যমে মাছের অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়।

বায়োফ্লক পদ্ধতি: দেশীয় আবহাওয়ার উপযোগী করে পুকুর না কেটে স্বল্প খরচে অধিক মাছ চাষের নতুন এক প্রযুক্তির নাম 'বায়োফ্লক'। পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি যা ক্রমাগতভাবে পানিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানগুলোকে পুনরাবর্তনের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করে। সাধারণত মাছের জন্য পুকুরে যে খাবার দেওয়া হয়, তার উচ্ছিষ্ট পুকুরে দূষিত অ্যামোনিয়া তৈরি করে; যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া থেকেও প্রোটিন তৈরি করে মাছের খাদ্য হিসাবে পুনর্ব্যবহার করা যায়। এতে মাছের খাবার খরচ কমে যায়। এ প্রযুক্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো মাছের মজুত ঘনত্ব দ্রুত বাড়ে। সনাতন পদ্ধতিতে যেখানে ১০টি মাছ চাষ করা যায়, এ পদ্ধতিতে সেখানে ৩০টি পর্যন্ত মাছ চাষ করা যায়। এ প্রযুক্তি পানিতে বিদ্যমান কার্বন ও নাইট্রোজেনের সাম্যবস্থা নিশ্চিত করে পানির গুণাগুণ বৃদ্ধি ও ক্ষতিকর জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদ্ধতিতে বাড়ির আঙিনায়, ছাদে, অল্প জায়গায় এমনকি সবজি ও মাছ একসঙ্গে চাষ করা যায়। মাছ চাষের জন্য ট্যাংক, অক্সিজেন সরবারাহের পাম্প ও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। প্রথমে ট্যাংকে পানি দিয়ে এক সপ্তাহ অক্সিজেন সরবরাহ করতে হয়। এতে আয়রন বা অন্য ভারী পদার্থ থাকলে ওপরে জমা হয়। এরপর প্রতি ১ হাজার লিটারে ১ কেজি হারে আয়োডিনমুক্ত সাধারণ লবণ প্রয়োগ করতে হয়। অতপর টিডিএস ১২০০-এর ওপরে হলে প্রতি ১ হাজার লিটারে ১০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হয়। পিএইচ (PH) ৭.৫-এর কাছাকাছি হলে ভালো ব্যাকটেরিয়া নির্দিষ্ট অনুপাতে পানিতে দিতে হয়। সঙ্গে কার্বন সোর্স হিসাবে মোলাসেস ৫০-১০০ গ্রাম দিতে হয়। সব সময় অক্সিজেনের সরবরাহ রাখা জরুরি। দু'সপ্তাহ পর এতে ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, শৈবাল তৈরি হয়; যা মাছের জন্য খুবই উপকারী। এ পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় বেশি পরিমাণ মাছ চাষ করা যায়, তাই অধিক লাভজনক। বাড়িতে যে কেউ সামান্য প্রশিক্ষণ নিয়ে ১০-১২টি ট্যাংকে সহজেই মাছ চাষ করতে পারে।

গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ

"মশা মাছি নিধন করি, রোগমুক্ত খামার গড়ি"

লাম্পি স্কিন ডিজিজ কী?

এটি একটি ভাইরাসজনিত চর্মরোগ যা শুধুমাত্র গরু ও মহিষকে আক্রান্ত করে এবং বাংলাদেশে এ রোগটি নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ রোগে গরু আক্রান্ত হচ্ছে, তবে এ রোগে মানুষ আক্রান্ত হয় না।

আক্রান্ত গবাদিপশুর প্রধান লক্ষণ

রোগটি কার মাধ্যমে ছড়ায়?

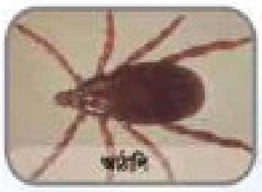

রোগটি হলে গবাদিপশুর কী কী সমস্যা হতে পারে?

- দুধ উৎপাদন কমে যায়
- গবাদিপশু দুর্বল হয়ে পড়ে
- ওজন কমে যায়
- চামড়ার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়

নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমূহ :

- মশা মাছি মুক্ত রাখার জন্য খামার ও বসতবাড়ির আশেপাশে পরিচ্ছন্ন রাখা অতীব প্রয়োজন
- খামার পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা
- আক্রান্ত গবাদিপশুকে সুস্থ গবাদিপশু হতে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা
- সম্ভব হলে আক্রান্ত গবাদিপশুকে মশারির ভেতর রাখা
- ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা প্রদান করা

রোগটি দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর অথবা ভেটেরিনারি সার্জন এর সাথে যোগাযোগ করুন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আইপিআরএস-ইন-পন্ড রেসওয়ে সিস্টেম (আইপিআরএস): যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত মাছ চাষের সর্বাধুনিক একটি প্রযুক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা রাজ্যে অবস্থিত অবার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৫ সালে প্রথম উদ্ভাবন করা হয়। তবে ২০১৩-'১৪ সালের দিকে চীনে এ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ভারত এবং পাকিস্তানেও এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষ শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও এর ব্যবহার অনেক। এটি হলো মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর, খাঁচা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অক্সিজেন-খাদ্যের সুষম বণ্টনের একটি প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা। এর মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ ও কৌশল ব্যবহার করে স্বল্প জায়গায় অনেক বেশি পরিমাণে মাছ চাষ করা হয়। এ প্রযুক্তিতে বড় আকারের পুকুরে কংক্রিটের ছোট ছোট চ্যানেল তৈরি করা হয়। সেখানে কৃত্রিম স্রোত তৈরি করে অনেকটা নদী বা প্রাকৃতিক জলাশয়ের মতো পরিবেশ তৈরি হয়। এ ধরনের প্রকল্পে পুকুরের মাঝে রেসওয়ে বা কংক্রিটের ছোট ছোট সেল তৈরি করা হয় এবং সেলের মধ্যে থাকা মাছগুলো স্রোতে ক্রমাগত নদীর মতো সাঁতার কাটতে থাকে। এ কারণে আইপিআরএস পদ্ধতিতে উৎপাদিত মাছের স্বাদ ও রং একেবারে নদীর মাছের মতোই হয়। এভাবে স্বল্প জায়গায় অনেক বেশি পরিমাণ (প্রায় ১০ গুণ) মাছ উৎপাদন করা যায়।

আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মাছ ধরার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এ হার আরও বেড়েই চলেছে, যুক্ত হচ্ছে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী। বিবিএসের সর্বশেষ শুমারি অনুযায়ী প্রায় পৌনে দুই কোটি মানুষ মৎস্য কাজে নিয়োজিত এবং সরকার মাছ রপ্তানি করে বছরে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা আয় করছে। চিংড়ি এখন দেশের দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানি পণ্য। মুক্ত জলাশয়ে প্রাকৃতিক এবং ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা লাখ লাখ পুকুরে মাছ চাষে দেশে রুপালি বিপ্লব ঘটে চলেছে। আর বাঙালি ফিরে পেয়েছে সেই পুরোনো প্রবাদ 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। আশা করা যাচ্ছে খুব শিগগির বাংলাদেশ চীনকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থানে পৌঁছে যাবে। সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে নিত্যনতুন প্রযুক্তির সঙ্গে দেশের মৎস্যচাষিদের সম্পৃক্ত করতে হবে, ব্যবস্থা করতে হবে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও হাতেকলমে দক্ষতা অর্জনের। খামারগুলোয় সরকারি-বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের নিয়মিত পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও তদানুযায়ী কারিগরি সহায়তার ব্যবস্থা করা, উৎপাদিত মাছ দ্রুত পরিবহণে এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা করা, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে খামারিদের তথ্যের আদান-প্রদানে সহায়তা করা, সহজ শর্তে ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (বেকারত্ব মোচন)। সর্বোপরি দেশের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম হতে পারে।

ড. এম মেসবাহউদ্দিন সরকার: অধ্যাপক ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, আইআইটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

(সূত্র : দৈনিক যুগান্তর)

ঈশিতার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

হাঁস পালনে স্বাবলম্বী নিভৃত গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা গৃহবধূ ঈশিতা রানি। স্বামী পরিমল চন্দ্র কাজ করেন দিনমজুরের। দুই সন্তানসহ চার সদস্যের টানাপোড়েনের এক সংসার। একমাত্র স্বামীর আয় দিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে চোখে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে ঈশিতার। সংসারের অভাব আর হতাশার হাতছানিকে উপেক্ষা করে স্বপ্ন দেখেন নিজে কিছু করার। স্বামীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ২০০১ সালে হাঁস পালন করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন দেখেন ঈশিতা। ঈশিতা রানির বাড়ি টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার ধলাপাড়া ইউনিয়নের মুসুল্লিপাড়া গ্রামে। বাড়ির চার পাশে বিলের উন্মুক্ত জলাশয়ে হাঁস পালন শুরু করেন ঈশিতা। এর জন্য আলাদা কোনো ঘরের প্রয়োজন হয়নি। প্রয়োজন হয়নি বাড়তি খাবারের। প্রথমে ধার-দেনা করে ৫০টি হাঁসের বাচ্চা দিয়ে শুরু করেন ছোট একটি খামার। বিলের কিনারায় জালের বেড়া দিয়ে সেখানে হাঁস রাখেন। পাশেই রয়েছে বাঁশের চাটাই এবং পলিথিনে ঘেরা আরেকটি টং ঘর। সেখানে রাতে থেকে হাঁস পাহারা দেন ঈশিতা এবং তার স্বামী। একদিকে স্বামীর সংসারের ঘানি, অন্যদিকে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই নারী উদ্যোক্তা। তার এই প্রচেষ্টা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প দেখে এলাকার অনেকেই আগ্রহী হচ্ছে হাঁস পালনে। ধলাপাড়া সাগরদিঘী সড়কের ঘোড়াধাপ সেতু থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে আঁকাবাঁকা মেঠো পথ। সামনেই মুসুল্লিপাড়া গ্রাম। গ্রামটি নিচু এলাকা হওয়ায় প্রায় সারাবছরই পানি থাকে। গ্রামটির নাম মুসুল্লিপাড়া হলেও এখানে বাস করে ৯০ ভাগ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ। সেই গ্রামেই বাস করেন ঈশিতা রানি। হাঁসের খামারে গিয়ে কথা হয় ঈশিতা রনির সাথে। তিনি বলেন, 'ধার-দেনা সব পরিশোধ করেছি। বিগত সময়ের অভিজ্ঞতা এবং লাভের জমানো ১৫ হাজার টাকা দিয়ে এবছর খামারে ৩০ টাকা করে ৫০০ হাঁসের বাচ্চা তুলেছি। বর্তমানে আমার খামারে প্রায় ৪০০ হাঁস ডিম দিচ্ছে। কিছু হাঁস মারা গেছে, বাকিগুলো পুরুষ হাঁস।' তিনি বলেন, 'হাঁসের ডিমের বাজার ভালো থাকায় প্রতিদিন ডিম বিক্রি করে আয় হচ্ছে প্রায় চার হাজার টাকা। মাসে আয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। সারাদিন হাঁসগুলো উন্মুক্ত জলাশয়ে খাবার খেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে খামারে ফিরে আসে। ডিম পাড়ার সময়ে দুপুরে বাড়তি খাবার হিসেবে ধানের কুঁড়া দিতে হয়। মাঝে মাঝে হাঁসের ছোটখাটো রোগবালাই হলে ওষুধ দিতে হয়। তাছাড়া অন্য কোনো খরচ নেই'। তিনি আরো বলেন, 'ডিম পাড়া শেষ হলে বা হাঁসের বয়স হলে প্রতিটি তিন শ' থেকে পাঁচ শ' টাকা দরে বিক্রি করা যায়। হাঁস বিক্রি করেও প্রায় দুই লাখ টাকা আয় হবে বলে জানান ঈশিতা। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. বাহাউদ্দিন সারোয়ার রিজভী বলেন, 'ঈশিতা রানি উপজেলার একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। আমরা আশা করছি, তার সফলতা দেখে এ উপজেলার অন্যান্য নারী-পুরুষ অনুপ্রাণিত হয়ে খামারি হিসাবে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে। (সূত্র : দৈনিক নয়া দিগন্ত)

দুধের ঘাটতি পূরণে আমদানি নির্ভরতা বদলাতে চাই: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

দুধের উৎপাদন ঘাটতি পূরণে যেভাবে আমদানি হচ্ছে তা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, আমদানি নির্ভরতা থাকলে গরু, ছাগল এমনকি দুধের যে উৎসগুলো আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই বিদেশ নির্ভরতা, আমদানি নির্ভরতা ও টেকনোলজি বদলাতে চাই। গত ১১ নভেম্বর ২০২৪, সোমবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ফিশারিজ এন্ড লাইভস্টক জার্নালিস্টস ফোরাম (এফএলজেএফ) আয়োজিত 'দেশের ডেইরি খাতের সমস্যা-সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, একদিকে যেমন মৎস্য ও মৎস্যখাত বৈষম্যের শিকার অন্যদিকে প্রাণিসম্পদ খাত অসম সংবাদের শিকার। পত্র-পত্রিকা এমনকি টেলিভিশনেও অনেক সময় ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়। সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের জন্য তিনি সাংবাদিকদের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, আমাদের আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ থেকে আসে। যদি এ ব্যাপারে মূল্যায়ন না করা হয় তাহলে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। উপদেষ্টা বলেন, নারীরা অত্যন্ত যত্নের সাথে গবাদিপশু পালন করে থাকে। চরাঞ্চলে যাদের কিছুই নাই এমনকি স্বামী পরিত্যক্ত তারাও গবাদিপশু পালন করে বেঁচে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন খামারি এবং কোম্পানিগুলো দুধ ও মাংসের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ওষুধ ও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করছে; যার ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ দুধ ও মাংস সরবরাহ করছে কিনা সে লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে। উপদেষ্টা আরও বলেন, দেশীয় জাতের গরুর দুধের নির্ভরশীলতা বিদেশী গরুর চেয়ে কম হলেও বেশি দুধের আশায় ফিড নির্ভরতা না হয়ে খামারিদের গোচারণ ভূমি নির্ভর হতে হবে এবং তা রক্ষা করতে হবে। কৃষিতে আগাছানাশক ঘাস মারতে হার্বিসাইড প্রয়োগ করার ফলে গরুর ঘাস নষ্ট হচ্ছে। এবিষয়ে কৃষির সাথে সমন্বয় করা দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। এছাড়া তিনি বলেন, ক্ষুদ্র খামারিরা গ্রামের ঘরে ঘরে আছে। তাদের সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয় সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে দুধের ঘাটতি মিটিয়ে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করে যাবে। এফএলজেএফ'র সভাপতি এম এ জলিল মুন্না রায়হানের সভাপতিত্বে সেমিনারে আরও বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মো. রেয়াজুল হক, এলডিডিপির প্রকল্প পরিচালক ড. এম এ সালেক। এতে স্বাগত বক্তৃতা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুর রহমান, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মো. বায়েজীদ মূর্ধা। এছাড়াও তৃণমূলের ক্ষুদ্র খামারিরা এ সময় বক্তৃতা করেন।

'টেকসই দুগ্ধ শিল্প, সুস্থ মানুষ সবুজ পৃথিবী'

World Fish Organization

World Fish is an international non-profit research organization that focuses on the development of sustainable and innovative solutions to improve global food security, reduce poverty, and enhance environmental sustainability through fisheries and aquaculture. The organization is part of the CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) system and works closely with governments, development organizations, the private sector, and research institutions around the world. World Fish was established in 1977 under the name International Center for Living Aquatic Resources Management (ICLARM). In 2000, the organization adopted the name World Fish to better reflect its expanded focus on improving fisheries and aquaculture globally. World Fish is committed to transforming the lives of people who depend on fish for food and livelihood, particularly in the developing world. The organization addresses critical challenges such as food insecurity, under nutrition, climate change, and the depletion of fish stocks by providing cutting-edge research and innovative solutions.

The primary goals of World Fish are: Enhance food security: Improving the availability and accessibility of nutritious fish-based food. Increase incomes: Providing opportunities for poverty alleviation through sustainable aquaculture and fisheries development. Sustainability: Ensuring that fishery resources and aquaculture systems are managed sustainably to preserve biodiversity and protect the environment. Adaptation to climate change: Finding solutions to help communities in vulnerable areas cope with the impacts of climate change, such as rising sea levels, changing weather patterns, and diminishing fish stocks.

World Fish in Malaysia (Kuala Lumpur): In Kuala Lumpur, World Fish plays an important role in policy dialogue and research dissemination. It works closely with various national governments and international organizations based in the region to influence policy related to fisheries, aquaculture, and food security. The organization also runs partnerships with local institutions and governments to improve the livelihoods of fish farmers and fishers. Key activities in Kuala Lumpur include: Policy advocacy: Engaging with policymakers and influencing national and regional fisheries policies. Partnerships: Collaborating with universities, NGOs, and private sector partners to implement solutions at the ground level. Research dissemination: Hosting workshops, conferences, and training sessions to spread research findings and foster innovation in the sector.

World Organisation for Animal Health

The World Organisation for Animal Health (WOAH), formerly the Office International des Epizooties (OIE), is an intergovernmental organisation founded in 1924, coordinating, supporting and promoting animal disease control. The primary objective of WOAH is to control epizootic diseases and prevent their spread. Further objectives include the sharing of transparent, scientific information; international solidarity; sanitary safety; and the promotion of veterinary services, food safety and animal welfare.WOAH is recognised by the World Trade Organisation WTO as an international reference for the safe trade of animals and animal products regarding risks due to animal diseases and zoonosis.

Current policies and objectives

Overall focus

WOAH works to improve animal health and welfare worldwide. They do this in several ways. The Organisation monitors the emergence of animal diseases in terrestrial and aquatic animals, either domestic or wild, so they can act before the situation imperils animal health and welfare, public health, or livelihoods. By collecting, analysing, and disseminating veterinary scientific information, through standards, global initiatives, and publications, WOAH collaborates with a wide network of people and has a thorough knowledge base and pool of informative resources. The Organisation also ensures that its Members have the tools and capacity to equip their Veterinary Services and respond to the threats of animal diseases.

Ensure transparency in the global animal disease situation

Another key objective for WOAH is the provision of increased transparency, well-structured policies, increased resources to support Members, strengthened partnerships, and the notification and monitoring of global diseases and shared information via the Organisation's health information system, WAHIS.

Disseminate comprehensive information on animal disease events

Timely dissemination of information is crucial to containing outbreaks. The World Animal Health Information Database Interface provides access to all data held within WOAH's World Animal Health Information System (WAHIS). This interface provides access to immediate notifications on animal disease events, allowing the Organisation's Members to share follow-up reports in response to exceptional disease events in their countries or territories.

বিএলআরআই এর নতুন মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক

দেশের একমাত্র প্রাণিসম্পদ গবেষণার জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর নতুন মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন ড. শাকিলা ফারুক। গত ১০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ অপরাহ্ণে তিনি উক্ত পদে যোগদান করেন। এর আগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে ইনস্টিটিউটের পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শাকিলা ফারুক মহাপরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ড. শাকিলা ফারুক তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে মুরগির প্রজনন, বিশেষ করে দেশি মুরগির প্রজনন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানভিত্তিক পালন কৌশল নিয়ে কাজ করে চলেছেন। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ২০১০ সালে তিনি ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে এবং ২০২১ সালে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ড. শাকিলা ফারুক তাঁর কর্মজীবনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে ৬০ (ষাট) টিরও অধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি পোল্ট্রি পালন, প্রজনন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ পোল্ট্রি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ দেশীয় জাতের লেয়ার স্ট্রেইন (ডিম পাড়া মুরগির জাত) বিএলআরআই লেয়ার-১ (শুভ্রা) ও বিএলআরআই লেয়ার-২ (স্বর্ণা) এবং দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ) উদ্ভাবনে গবেষক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও তিনি কর্মজীবনে প্রায় শতাধিক গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন, তত্ত্বাবধায়ন এবং বাস্তবায়ন করেছেন। এছাড়াও তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে 'দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (২০১২-২০১৮)' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছেন।

'নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের প্রতিশ্রুতি
সুস্থ সবল মেধাবী জাতি'

সুজানগরে শুঁটকি মাছ উৎপাদনের ধুম

বর্ষা শেষে এবং শীতের শুরুতে পাবনার সুজানগরে শুঁটকি মাছ উৎপাদনের ধুম পড়েছে। উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা যায়, সুজানগর পৌরসভাসহ উপজেলার দুলাই, আহম্মদপুর, রানীনগর ও হাটখালী ইউনিয়ন এলাকায় অর্ধশত শুঁটকি চাতাল রয়েছে। এ বছর ঐ সকল চাতালে শুঁটকি মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ২৩ হাজার মণ। ইতোমধ্যে উপজেলার মৎস্যজীবীরা তাদের বাড়ির আশেপাশে আবার কেউবা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গাজনার বিলের পাড়ে বড় বড় বাঁশের চাতাল তৈরি করে শুঁটকি মাছ উৎপাদন শুরু করেছেন। উপজেলার মসজিদপাড়া গ্রামের মৎস্যজীবী আক্কাছ আলী বিশ্বাস বলেন, ঐতিহ্যবাহী গাজনার বিলসহ আশেপাশের ৪/৫টি বিল থেকে পুঁটি, টেংরা, বান, শোল, টাকি এবং চাঁদা মাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির দেশী মাছ কিনে এনে ঐ সকল চাতালে শুকানো হচ্ছে। বিশেষ করে মসজিদপাড়া এলাকার চাতালে সব চেয়ে বেশি মাছ শুঁটকি করা হয়। একই এলাকার মৎস্যজীবী আব্দুল করিম বলেন, আমরা কোন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর উপায়ে শুঁটকি মাছ উৎপাদন করি। সে কারণে দেশ এবং দেশের বাহিরে সুজানগরের শুঁটকি মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তবে দেশের বৃহৎ শুঁটকির আড়ত সৈয়দপুরে সুজানগরের শুঁটকি মাছের চাহিদা বেশি। স্থানীয় মৎস্যজীবী ফারুখ শেখ বলেন উপজেলার বিভিন্ন চাতালে মাছ শুঁটকি করা হলেও এখনও বেচাকেনা শুরু হয়নি। আর ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সৈয়দপুরসহ দেশের অন্যান্য আড়তে সুজানগরের শুঁটকি মাছ বিক্রি করা হবে। সুজানগর পৌর বাজারের একাধিক মৎস্যজীবী ও শুঁটকি ব্যবসায়ীরা বলেন, মাছ কেনা এবং শ্রমিকসহ এক মণ পুঁটি মাছ উৎপাদনে খরচ হয় ২০ থেকে ২১ হাজার টাকা। অথচ বর্তমান বাজারে ১ মণ পুঁটি মাছ শুঁটকি বিক্রি হচ্ছে ২১ থেকে ২২ হাজার টাকা; যা প্রায় উৎপাদন খরচের সমান। মৎস্যজীবী এবং মৎস্য ব্যবসায়ীরা বলেন, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শুঁটকি মাছ উৎপাদনে সরকারি ঋণ সহায়তার প্রয়োজন। আর প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা পেলে এখান থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ শুঁটকি মাছ উৎপাদন এবং বাজারজাত করা সম্ভব। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নূর কাজমীর জামান খান বলেন, শুঁটকি মাছ উৎপাদনকারী মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীরা যাতে সরকারি ঋণ সহায়তা পান সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (সূত্র : ফেয়ার নিউজ সার্ভিস)

ডিমকে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য হিসেবে ঘোষণা করতে হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

ডিমকে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ডিম সহজলভ্যতার দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডিম প্রাপ্যতার কোনো বৈষম্য থাকবে না। সব শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে, যাদের ডিম বেশি দরকার তাদের জন্য তা সরবরাহ করতে হবে। গত ১১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ দুপুরে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) এ বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৪ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। ডিমের উৎপাদন বাড়াতে গ্রামীণ নারীদের হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহিত করতে হবে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, আগে গ্রামীণ নারীরা হাঁস-মুরগি পালন করতেন। নিজেরা গ্রামেই পাইকারদের কাছে বিক্রি করতেন। এতে তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারতেন। সেই অবস্থা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। উপদেষ্টা আরও বলেন, বছরের আশ্বিন-কার্তিক মাসে সবজির সরবরাহ কমে যাওয়ায় ডিমের চাহিদা বাড়ে। ডিম সাধারণ খামারি থেকে কয়েক দফা হাত বদল হয়ে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছায়। এ কারণেই ডিমের দাম বেড়ে যায়। এজন্য উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সরাসরি কিভাবে ডিম পৌঁছানো যায় সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা চলছে। এছাড়া রমজানে ডিমের ব্যবহার কমে যায়। তাই মজুদ নয় চাহিদার আলোকে আমাদের কোল্ডস্টোরেজ করার চিন্তা করতে হবে। বন্যার কারণে দেশের অনেক খামার নষ্ট হয়েছে। এসব খামার উৎপাদনে যেতে কিছুটা সময় লাগছে। সব মিলিয়ে সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে। সিন্ডিকেট ডিমের মূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ উল্লেখ করে উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন,'এসব বিষয় মাথায় নিয়েই কাজ করছে সরকার। বাজারে নিয়মিত অভিযান চলছে। ইতোমধ্যে পাইকারিতে কিছুটা দাম কমছে। দ্রুতই দাম নাগালে আসবে'। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল এবং ওয়াপসা-বিবি এর যৌথ উদ্যোগে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর ও ওয়াপসার সভাপতি মসিউর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোল্ট্রি সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শওকত আলী প্রমুখ।

'শরীর যদি ভাল চাই, সবাই যেন ডিম খাই'

খাদ্য হিসাবে মাছ গ্রহণের উপকারিতা বিষয়ে র‍্যালি অনুষ্ঠিত

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের অন্তর্ভুক্ত (৩.৫) এর অধীনে খাদ্য হিসেবে মাছ গ্রহণের উপকারিতা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩১ অক্টোবর ২০২৪, বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০ টায় খামারবাড়ি বরিশালের প্রধান ফটক হতে র‍্যালি শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে পুনরায় খামারবাড়িতে এসে শেষ হয়। র‍্যালি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সম্পর্কিত সেবা গ্রহণকারী খামারি, চাষি, বিভাগীয়, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং বিভাগীয়, জেলা মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজন। র‍্যালিটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের সাবেক উপপরিচালক ডা. সঞ্জীব সূত্রধর (উপসচিব) এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালি অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, জনাব মো. আব্দুর রহমান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক অফিস বরিশালের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

একসঙ্গে ছাগল ও মুরগি পালনের সুবিধা

গ্রামীণ অর্থনীতিতে ছাগল পালনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ এটি অনেকের উপার্জনের প্রধান মাধ্যম। তাই খামারিরা ছাগলের পাশাপাশি মুরগিও পালন করতে পারেন। এতে তাদের খরচ কম হবে এবং লাভ বেশি হবে। ছাগলের পাশাপাশি মুরগি পালন করলে খরচ অর্ধেক হবে এবং ডিম ও মুরগি পাওয়া যাবে।

ছাগল ও মুরগি পালন: মুরগি ও ছাগল পালনের জন্য একটি বিশেষ ধরনের শেড তৈরি করতে হবে। শেডটিতে মুরগি ও ছাগল একসঙ্গে থাকবে। শেডটিকে দুই ভাগে ভাগ করতে মাঝখানে একটি লোহার জাল লাগাতে হবে। এমনকি মুরগি বের হওয়ার জন্য একটি ছোট দরজা রাখতে হবে। যখন ছাগলগুলোকে মাঠে চরাতে নিয়ে যাবেন কিংবা পরিষ্কারের জন্য শেডের মধ্যে যাবেন; তখন জাল লাগানো ছোট গেটটি খুলে দিতে হবে। গেট খোলার পর ছাগলের জায়গায় মুরগি চলে আসবে। ছাগলের শেডের উচ্ছিষ্ট মুরগিরা খুব ধুমধাম করে খাবে। ছাগলকে নিম, কাঁঠাল এবং পেয়ারার মতো সবুজ পাতার পাশাপাশি ওষুধি গুণসম্পন্ন পশুখাদ্য দেওয়া হয়, যা ছাগলকে অনেক বড় রোগ থেকে রক্ষা করে। ছাগলেরা অবশিষ্ট পশুখাদ্য ফেলে দেওয়ার পর মুরগি তা খেয়ে ফেলে। একটি মুরগি দিনে প্রায় ১১০-১৩০ গ্রাম শস্য খায়। একই সঙ্গে মুরগি ও ছাগল পালন করলে মুরগির খাবারের খরচ ৩০-৪০ গ্রাম কমে যায়।

কম্পোস্ট সার তৈরি: যদি ১ একর জমিতে ছাগলের সঙ্গে মুরগি পালন করেন, তাহলে কম্পোস্ট সার তৈরি করতে পারবেন। ছাগলের গোবর ও মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করে কৃষকেরা জৈব সার তৈরি করতে পারবেন। এছাড়া এ কম্পোস্ট দিয়ে ভালো প্রোটিন সমৃদ্ধ শ্যাওলা চাষ করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে দেশ আর গরীব থাকবে না: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

দেশের প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও সমৃদ্ধ হবে, দেশ আর গরীব থাকবে না। গত ২১ অক্টোবর ২০২৪, সোমবার সকালে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর গ্র্যান্ড বলরুমে ইউএসএআইডি-এর ইকোফিশ-২ প্রকল্পের রেজাল্ট শেয়ারিং এবং ফেজ-আউট ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, ইকোফিশ-২ প্রকল্পে কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন কমিউনিটির সদস্যরা, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা দেশ গঠনে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তা প্রশংসার যোগ্য। বিজ্ঞানীদের সক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। তাদের দিতে হবে মর্যাদা। দেশের বিজ্ঞানীদের নিয়ে আমরা গর্বিত। তিনি আরও বলেন, মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা তা বাড়াতে চাই। ইকোফিশ-২ প্রকল্পে নারীর সম্পৃক্ততা বেশ উল্লেখযোগ্য, এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারী আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলে তাদের ক্ষমতায়ন বাড়বে। ইলিশ মাছকে বড় সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, মা ইলিশ রক্ষার সাথে জড়িত জেলেদেরও রক্ষা করতে হবে। বিশেষকরে ১৩ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা সময়ে জেলেরা যেন কষ্ট না পান সেজন্য সরকার আরও সহযোগিতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। তিনি উপকূলের নদ-নদীতে ইলিশ মাছ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় 'ইকোফিশ-২' প্রকল্পকে আরও কাজ করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সমুদ্র ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকার ভারসাম্য রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে কাজ করছে ইউএসএআইডি'র ইকোফিশ-২। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সমুদ্র ও উপকূলের পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রকল্পটি প্রান্তিক মৎস্যজীবী পরিবারের জীবন ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। নদ-নদীতে ইলিশের পাশাপাশি অন্য জলজ প্রাণী রক্ষায় সাগরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রান্তিক মৎস্যজীবী পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে থাকে । আর এ কাজে ইকোফিশ-২ মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করে যাচ্ছে । মৎস্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. জিল্লুর রহমান এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন, ইউএসএআইডি বাংলাদেশ এর মিশন পরিচালক রিড জে. অ্যাশলিম্যান (Reed J. Aeschliman), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর, সম্মানিত অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র, ওয়ার্ল্ড ফিশের (World Fish) প্রোগ্রাম এ্যান্ড ইমপ্যাক্ট ম্যানেজমেন্টের পরিচালক ড. এ্যান এলিজাবেথ ফ্লেমিং (Dr.Ann Alizabeth Fleming), ইকো ফিস প্রকল্পের চিফ অব পার্টি ড. মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন, ইকোফিস-২ প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মিস সালমা আক্তার। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্ল্ড ফিশ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং বেনিফিশিয়ারিরাও উপস্থিত ছিলেন।

'করলে সবে মাছের চাষ, থাকবো সুখে বার মাস'

বিএলআরআই হলো দেশীয় প্রজাতিসমূহের একটি জিন ব্যাংক: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-কে দেশীয় প্রজাতিসমূহের একটি জিন ব্যাংক উল্লেখ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, বিদেশী জাতসমূহের অভিযোজনের পাশাপাশি দেশীয় জাতসমূহ সংরক্ষণেও বিএলআরআইকে ভূমিকা রাখতে হবে। গত ০১ ডিসেম্বর ২০২৪, রবিবার সকালে সাভারে অবস্থিত বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে সদ্য সমাপ্ত গবেষণাসমূহের ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৪' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, যেসব প্রজাতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে, প্রয়োজন হলে বিএলআরআই হতে সেসব প্রাণী সংরক্ষণে রেড এ্যালার্ট জারি করতে হবে। পাশাপাশি তিনি দেশের কোন এলাকায় কোন প্রজাতির প্রাণিসম্পদ বেশি পাওয়া যায়, সে সংক্রান্ত একটি ম্যাপ প্রণয়নেও বিএলআরআইকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মাংস আমদানি হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। বহু বিদেশী সংস্থা আমাদেরকে কম দামে মাংস আমদানির প্রস্তাব দেয়। তাদের এই প্রস্তাবের কারণে সরকারও অনেক সময় চাপে পড়ে যায়। কিন্তু দেশেই মাংস উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। কেবল কোরবানি কেন্দ্রিক মাংসের বাজার বিবেচনা না করে সারা বছর কি পরিমাণ মাংসের চাহিদা থাকে তা বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। মাংসের দাম কেনো বাড়ে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে বিএলআরআইকে। দেশীয় জাতসমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে বিএলআরআই-কে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ অভিঘাত মোকাবেলার নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। আমাদের দেশীয় জাতসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কতোটা খাপ খাইয়ে নিতে পারছে, সে সংক্রান্ত গবেষণা করতে হবে। পাশাপাশি মৌসুমভেদে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা এবং এর সাথে সাথে প্রাণিদের উৎপাদনে কি ধরনের পরিবর্তন আসছে সে সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাজারে নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হবে। এ সময় তিনি বিএলআরআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে মর্মেও আশ্বস্ত করেন। বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক। কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীগণ এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত খামারিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

'বাড়াবো প্রাণিজ আমিষ গড়বো দেশ, স্বাস্থ্য মেধা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ'

গ্রেড-১ এ পদোন্নতি পেলেন ডিএলএস-এর মহাপরিচালক

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক (গ্রেড-১) এ পদোন্নতি পেয়েছেন। সোমবার (২৫ নভেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয় সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের ১৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে (২০২৪ সালের ৩৪তম সভা) এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হককে (গ্রেড-১) এ পদোন্নতি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরে সুপারিশটি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সদয় অনুমোদন করেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। চলতি বছরের গত ২৯ ফেব্রুয়ারি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পান ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক। ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক ১৯৯৩ সালে বিসিএস (পশুসম্পদ) ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অত্যন্ত চৌকস, ডায়নামিক ও সুযোগ্য মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক-এর গ্রেড-১ প্রাপ্তিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রঙ্গিন মাছের খামার করে চমকে দিলেন সাইফুল

প্রবেশ পথ অতিক্রম করতেই গাছের উপর ছোট্ট একটি ঘর। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে কয়েকটি বিদেশী কুকুর। আশেপাশে ক্যাকটাসসহ কয়েকটি শোভাবর্ধনকারী গাছ, ফুল-ফলে ভরপুর পাশে কয়েকটি পুকুরে বিভিন্ন রঙের মাছ। এ যেন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এটা কোন পার্ক নয়, সাইফুল ইসলাম মিনুর খামার। ঢাকার মানিকগঞ্জে বেড়ে উঠা মিনু, ঢাকা সিটি কলেজ থেকে বিকম পাশ করে গড়ে তুলেছিলেন ব্যবসা। পরে ১৯৯৫ সালে যান্ত্রিক জীবন থেকে মুক্তি পেতে মন চাইলো তার। যেই ইচ্ছা সেই কাজ। এক পরিচিতজনের সাথে ঘুরতে যান ময়মনসিংহের ত্রিশালে। গ্রামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ত্রিশালের বালিপাড়া ইউনিয়নের ধলা ও গফরগাঁও উপজেলার লক্ষপুর গ্রামে বসতি গড়ে তুলেন তিনি। এখন ধলা গ্রামের যেদিকেই চোখ যায়, যতদূর যায়, শুধু পুকুর আর পুকুর। এখানের ৮০ ভাগ মানুষই হ্যাচারি অথবা নানা প্রজাতির মাছের চাষের সঙ্গে জড়িত। ফলে অল্পসময়ের মধ্যে এ অঞ্চলের রেণু পোনা ব্যবসায়িদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে মিনুর। বসে না থেকে শখের বসে তারও ইচ্ছে জাগে মাছের রেণুর চাষ করবেন। তবে সেটা সহজলভ্য দেশীয় মাছ নয়, শৌখিন বিদেশী জাতের রঙ্গিন মাছের। ১৬ বছর আগে ২০০৭ সালে জমি ভাড়া নিয়ে ছোট্ট পরিসরে রঙ্গিন মাছের চাষ শুরু করেন। শুরুতে জাপান থেকে ছয়টি কই কার্প জাতীয় মাছের পোনা সংগ্রহ করে রেণু উৎপাদন করেন। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় শখ থেকে বাণিজ্যিকভাবে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও চীন থেকে প্রায় ২৪ প্রজাতির মাছ এনে রঙ্গিন মাছের চাষ শুরু করেন মিনু। এতে অল্পসময়ে সাফল্যের মুখ দেখেন তিনি। ৩০ বিঘায় 'আল-আমিন এগ্রোফার্টেক হ্যাচারি অ্যান্ড ফিশারিজ' নামক খামারে রয়েছে ২৬টি পুকুর। ধলা অঞ্চলে তিনিই প্রথম রঙ্গিন মাছ চাষি হওয়ায়, এলাকায় মিনু 'রঙ্গিন মাছ চাষি' হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। মিনুর উৎপাদিত রঙ্গিন মাছ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে যেতো দেশের বাহিরেও। এখন শুধু মিনু নন, তার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রঙ্গিন মাছ উৎপাদন করছেন ধলা গ্রামের অধিকাংশে হ্যাচারি মালিকরা। (সূত্র : শুভবাংলো ডেস্ক)

ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

প্রকাশনায়:
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

দৈনিক এক গ্লাস ফুটানো তরল দুধ পান করুন

বৈশ্বিক খাদ্য হিসেবে এবং মেধাবী জাতি বিনির্মাণে দুধের চেয়ে ভালো খাবার আর নেই মানবজীবনের শুরু হয় দুধ দিয়ে এবং শিশু কিশোরসহ সব বয়সের মানুষের জন্য দুধ ভীষণ প্রয়োজনীয় খাবার। দুধে ভিটামিন সি ছাড়া সব ধরনের পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। গর্ভাবস্থায় ও মাতৃদুগ্ধদানকালে প্রত্যেক নারীর প্রতিদিন অন্তত এক কাপ দুধ খাওয়া উচিত। যাঁরা দুধ হজম করতে পারেন না, তাঁদের উচিত দুধ দিয়ে তৈরি খাবার যেমন: সেমাই, পুডিং, পায়েস, দুধসুজি, দুধভাত, দুধমুড়ি, দই, ঘোল, পনির ইত্যাদি খাওয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী, একজন মানুষকে গড়ে দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুধ পান করা উচিৎ।

দুধ পানের উপকারিতা

- দুধ সকল বয়সের জন্য একটি আদর্শ খাদ্য। এর খাদ্য ও পুষ্টিমান অত্যন্ত উন্নত। দুধে প্রায় ৮৭.৩% পানি, ৩.৪% প্রোটিন, ৩.৫% ফ্যাট, ০.৭০% খনিজ ও প্রায় ৫.১% কার্বোহাইড্রেট থাকে
- দুধের প্রোটিন ৮০% ক্যাজিন, ২০% হোয়ে প্রোটিন। এতে সকল অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বিদ্যমান দুধ দেহের পেশী গঠন ও ক্ষয়পূরণে কার্যকরী এবং খনিজ উপাদান শোষণে সহায়ক।
- দুধের চর্বিতে প্রায় ৭০% স্যাচুরেটেড ও ২৭% মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড থাকে। এতে আছে কনজুগেটেড লিনোলিক এসিড এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ও হার্টের সুস্বাস্থ্যে সহায়ক।
- দুধের কার্বোহাইড্রেট গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজের সমন্বয়ে গঠিত ল্যাকটোজ, যা মস্তিষ্ক বিকাশে সহায়ক ও দ্রুত শক্তিদায়ী।
- দুধের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাড়, দাঁত, চুল, নখ ও ত্বকের গঠন, ক্ষয়পূরণ ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে।
- দুধে রয়েছে ভিটামিন বি$_{১২}$ যা রক্তশূন্যতা থেকে রক্ষা করে, বি$_{২}$ যা মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ও ভিটামিন ডি যা মিনারেল মবিলাইজেশনে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- দুধের লাইপেজ এনজাইম চর্বি ভাঙতে, প্রোটিয়েজ এনজাইম প্রোটিন ভাঙতে, ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ এনজাইম ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করতে সহায়ক।
- দুধে আছে ল্যাক্টোবেসিলাস ব্যাক্টেরিয়া যা পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সহায়ক।
- দুধ ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, হজম শক্তি বাড়ায়, ত্বক উজ্জ্বল করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, স্থূলতা কমায় এবং পানিশূন্যতা দূর করে।
- দুধ শিশুদের কোয়াশিয়রকর (Kwashiorkor), ম্যারাসমাস (Marasmus) নামক অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধ করে এবং দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার বয়স্ক ব্যক্তিদের অস্টিওআর্থ্রাইটিস, অস্টিওপোরোসিস অর্থাৎ হাড়ের দুর্বলতা ও হাড়ের ভঙ্গুরতাজনিত রোগ প্রতিরোধ করে।
- দুধের মধ্যে রয়েছে গ্লুটাথিয়ন (Glutathione) নামক একধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের মস্তিষ্কে সেরোটোনিন (Serotonin) নামক হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। আর এ সেরোটোনিন আমাদের মন ভালো রাখে, নিদ্রাহীনতা দূর করে এবং খাবারে রুচি বাড়িয়ে কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়